গিন্নীরা পেট ভরে খেতে-কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না। বড়মানুষদের বাড়ীর গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয় ; শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হয়,সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটী আছে। সহরের এক বড়-মানুষের বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময়ে নবমীর দিন গুটিষাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে ; পূর্ব্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে। কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয় ; পূজোর গোল চুকে গেলে, পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ী বাড়ী বিতরণ হয়ে থাকে ; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক ! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয় ! আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি !

এ দিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল ; পদ্মলোচন বিষয়কর্ম্ম কত্তে লাগ্‌-লেন। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তের পার্ব্বণ ফাঁক দেন না, ঘেঁটু পূজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও সখের যাত্রা বরাদ্দো আছে, আপনার বাড়ীতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্ছা করেন, রক্ষিত মেয়েমানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও তেমনি ধুমে পূজো করান। নিজের ছেলের বিবাহের সময়ে তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিয়ে দিয়ে দেন। ইংরেজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিঃতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়াইয়েছিলো, পদ্মলোচন কায়-মনে তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি কি, তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য একদিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তরপশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছুমাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো কর্‌বার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দেন—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হয়। তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখা-পড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে নাই, শুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার। সরস্বতী ও সাহিত্য ঐ বংশের সম্পর্ক রাখেন না ! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম

স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েচে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান্ হন, তারও সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ; বিধবাবিবাহের নাম শুন্‌লে তিনি কাণে হাত দেন, ইংরাজী পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরেজি পড়ান না, অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই, বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার নাই, এটীও তাঁর জানা আছে; সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়েছে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে, আশি বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন। মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে একদিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাক্তারী অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানাপ্রকার চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না; শেষে আত্মীয়েরা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ কল্লেন।

পাঠক! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন, আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন অ্যামন নয়, অনেকের চরিত্র অবগত হলেন। সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির আশা করা নিরর্থক! যাদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন; তাঁরা ইচ্ছা করে অপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষু আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্রসংশোধন কর্‌বার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন; নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতিপ্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে!

"আলালের ঘরের দুলাল"-লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন, "সহরের

মাতাল বহুরূপী ;" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষেরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক অ্যাক তরো আমরা চড়কের কেচ্ছায় সে গুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন উচুঁদল খাস হিন্দু ; এই অবতারের নক্সাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাসহিন্দুদলের চরিত্র জান্‌তে পাল্লেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেশনের প্রবল প্রতিবাদী ; বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যর প্রলয় কন্টক ও সমাজের কীট !

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়ে নিয়েছি ; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্সার মাঝে মাঝে সং সেজে আস্‌বো ;—আপনারা যত পারেন, হাততালি দেবেন ও হাসবেন!

মাহেশের স্নানযাত্রা।

গুরুদাস গুঁই শেরুড কোম্পানির বাড়ীর মেট মিস্তিরি। তিরিশটাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশটাকা উপরি রোজগারও আছে। গুরুদাসের চাঁপাতলাঞ্চলে একটী খোলার বাড়ী আছে ; পরিবারের মধ্যে বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসী মাত্র।

গুরুদাস বড় সাথরুচে লোক। যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায় ; এমন কি, কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না থালা ও জিনিস্‌টে পত্তরটাও বাঁধা পড়ে। বিশেষতঃ আষাঢ় শ্রাবন মাসে ইলিসা মাছ ওট্‌বার পর ও ঢ্যালাফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয়। ভাদ্দরমাসের আরন্দাটি বড় ধুমে হইয়া থাকে। আর পিটে-পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়ে যায়। এবার যথাকালে স্নানযাত্রা এসে পড়্‌লো। স্নানযাত্রাটী পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চুড়ান্ত হয়ে থাকে সুতরাং ; স্নান-যাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। নাওয়া খাওয়ারও অবকাশ রইল না ; ক্রমে আরও পাঁচ ইয়ার জুটে গেল। স্নানযাত্রায় কি রকম কি রকম আমোদ হবে, তারই তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো ; কেবল দুঃখের বিষয়—চাপাঁতলার হলধর বাগ—মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন ;—কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরী মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গেছেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভিতর পড়ে গিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর দুটী পা ভেঙ্গে গিয়েছে, আর হারাধন গোটাকতক টাকা বাজারদেনার জন্য ফরেসডাঙ্গায় সরে গেছেন ; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌ছে। কিন্তু তা হলে কি হয়—সংবৎ-

সরের আমোদটা বন্ধ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হচ্চে।

এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগ্‌লো —গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজ্‌রা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি-খিলীর দোনা, মোমবাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিসপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখ্‌লেন।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজ্‌রা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন; গঙ্গায় বাচখেলা হতো। স্নান-যাত্রার পর রাত্রি ধরে খেম্‌টা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁসারি কামার ও গন্ধবেণে মশাইরা যা রেখেচেন। মধ্যে মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের দু চার জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন; কোন কোন ছোক্‌রাগোছের নতুন বাবুও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে!

ক্রমে সে দিনটী দেখতে দেখতে গেল। ভোর না হতে হতেই গুরু-দাসের ইয়ারেরা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেত-লের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটী ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তাঁর গায়ে ছিল, আর একটী বিলিতী পেতলের শিল-আংটীও আঙ্গুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো-জোড়াটা কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুধু পায়ে আসা হয়েচে। নবীনের ফুল্‌দার ঢাকাইখানি বহুকাল ধোপার বাড়ী যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাইটীও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, স্নুতরাং আজও ভাল কাপড়-চোপড় করে উঠ্‌তে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময়ে তাঁর আই, ন সিকে দিয়ে, যে ধুতি-চাদর কিনে দেয়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজও কোরা থাকায় তাঁরে দেখ্‌তে বড় মন্দ হয় নি। আরো তাঁর ধুতি-চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়—বল্‌তে কি, তিনি তো বেশী দিন পরেন নি, কেবল পূজোর সময়ে সপ্তমী পূজোর দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। ভাসান দেখ্‌তে যাবার সময়ে একবার পরেন, আর হাট-

খোলার সেই যে ভারী বারোইয়ারি পূজো হয়ে, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছ্‌লেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আস্‌বামাত্র গুরুদাস বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় বস্‌লেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজ খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উবু হয়ে বস্‌লেন। গুরুদাসের মা চক্‌মকী, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটী বার করে দিলেন। নবীন চক্‌মকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজ্‌লেন। ব্রজ পাত্‌কোতলা থেকে হুঁকোটী ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত-মুখ ধুতে গেলেন; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে এক্ পস্‌লা বৃষ্টি এলো। উঠনের ব্যাং-গুলো থপ্ থপ্ করে লাপাতে লাপাতে দাওয়ায় উঠ্‌তে লাগ্‌লো; নবীন, গোপাল ব্রজ তারই তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। নবীন একটা সখের গাওনা জুড়ে দিলেন—

"সখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আমারে!"

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির! সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে; তার ঠিকানা নাই। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। গুরুদাসও হাত-মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন। ঘরে এমন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত অর তেঁতুল দেওয়া মাছ ছিল; তাঁর মা তাই চারিখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন; গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে; কিন্তু স্নানযাত্রাটী যে রকম আমাদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়; সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এদিকে গির্জ্জের ঘড়ীতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গেল। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে—পানতামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ি নিয়ে দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটী ধামা কিনে আন্‌তে বল্লেন। তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটী চিত্তির করা হাঁড়ি, ঘুন্সি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসীর জন্য একটী খাজা কোয়া-ওলা ভাল কাঁটাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুণ আন্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোষাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি। তিনি একখানি সরেশ গুল্‌দার উড়্‌নী গাঁয়ে দিয়েছিলেন, উড়্‌নীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাঠের কুচো বাঁধবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচা গেছ্‌লো; তাঁর গায়ে একটী লাল বিল্‌দিতি ঢাকাপ্যাটনের পিরাণ, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটী হাপ্ চাপকান;

তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজিবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরমেসে ধুতি পরেছিলেন; জুতো জোড়াটীতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল। ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন। সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারায়ণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল; তখন সকলে একত্র হয়ে বজ্‌রায় উঠ্‌লেন। মাঝীরা শুঁট্‌কী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই; সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্ধ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকায় উঠেই আয়েস যুড়ে দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটী খুলে ফেল্লেন। ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা তইরি কত্তে বস্‌লেন—আতুরী ও জবাবিরা চল্‌তে সুরু হলো। ফুলুরি ও বেগুণভাজীরা সেকালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগ্‌লেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এ দিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

"হেঁসে খেলে নেওরে জাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথায় রবে ঘড়ি. কে দেয় ট্যাঁকে।
তখন মুড়ো জেলে দিবে ও চাঁদ মুখে॥"

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; গোপাল ও গুরুদাসের ফূর্ত্তি দেখে কে!

এদিকে সহরেরও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধূম পড়ে গেছে। বুড়ী মাগী, কলাবউয়ের মত আধ ঘোমটা দেওয়া ক্ষুদেক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা, ছুড়ীরা রস্তা যুড়ে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে চলেচে, এমন কি রাস্তায় গাড়ি পাল্কী চলা ভার! আজ সময়ে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টান্‌তে পারে, তার বিবেচনা হবে না। গাড়ির ভিতর ও পেছনে কত ডাঁড়াতে পারে, তারই তক্‌রার হচ্চে; এক একখানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দু জন, পেচনে এক জন ও কোচবাক্‌সে দু জন একুনে পোনের জন; এ সওয়ায় তিনটী করে আঁতুরে ছেলে ফাও! গেরস্তের মেয়েরাও বড় ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দরবউ ও শাশুড়িতে একত্র হয়ে গেচেন; জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন।

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার! বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাৎলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে; কোনটীতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটী ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায়

ভো। হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাছুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্ছা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে, ন্যাকামি কচ্চেন। বয়েস ষাট্ পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'কে 'আঁম' ও 'দাদা' ও 'কাকাকে' 'দাঁদা' বা 'কাঁকা' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কব্‌লান! কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বেলা চারটে অবধি পূজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ!

কোন পিনেসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্পিচে স্লিড্‌লি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে; গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্সিখানিতে একজন তিলকাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়ে মানুষের অভাবে পিস্‌তুতো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটীকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবিথিলি নাই, এমন কি একটা খেলো হুঁকোরও অপ্রতুল। অথচ এম্নি সথ যে, পান্সির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে চলেচেন। যেমন করে হোক, কায়ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজ্‌রায় মাঝীদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে; দুপুরের নমাজ পড়েই বজ্‌রা খুলে দেবে। এমন সময়ে গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "দেখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়োন্ত হয়েছে, কেবল মেয়ে মানুষ নাই; কিন্তু মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না! 'যা বল তা কও'—অমনি কেদার 'ঠিক বলেছো বাপ!' বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারায়ণ বলে উঠ্‌লেন, "বাবা যে নৌকাখানায় তাকাই সকলই মাল-ভরা, কেবল আমরা বেটারাই নিরিমিষ্‌ষি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া যাচ্চি।"

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গেছে; সুতরাং "বাবা ঠিক বলেছো! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম, ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই দিয়ে একটা মেয়ে মানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচ্‌প্যাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ!" এই বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠ্‌লেন ও মাঝাদের নৌকো খুল্‌তে মানা করে দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী।
কিনে দেবো মাতাঘষা, বারুইপুরে নুন্সী খাস,
পূরাবি মনের আশা, ওলো সোণামণি॥"

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিন্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ারর্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে মেয়েমানুষ নিয়ে, আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল; তারা গুরুদাসকে চিন্‌তে পেরে তাদের নৌকা থেকে—

"চুপে থাক্ থাক্ রে বেটা কানায়ে ভাগ্নে।
গরু চরাস লাঙ্গল ধরিস, এতে তোর অ্যাতো মনে॥"

গাইতে গাইতে হুবরে ও হরিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল; গুরুদাসেরাও হুউও ও হাত্তালি দিতে লাগ্‌লেন; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটী কেমন ফাঁক্ ফাঁক বোধ হতে লাগ্‌লো! এদিকে বোটওয়ালাও চেপে হুউও ও হাত্তালি দিয়ে, তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে স্থে গেল।

গুরুদাস নেসাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন; সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গেল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন; কেদার ও আর আর ইয়ারেরা—

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটী ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্‌টার ভিতর থ্যাম্‌টা নেচে ঝম্ ঝমাবো মল॥"

গান ধরে, গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন!

ঘণ্টাখানেক হলো, গুরুদাস নৌকো হতে গেছেন, এমন সময়ে ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটী তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও একজন মেয়েমানুষ পেলেন না; তাঁদের জানত ও সহরেরর ছুটো গোছের বাচ্‌তে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন (রামের হাতে কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে, গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর্ গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥

কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহাকে দিয়েছে ফাঁকী,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে, শিক্লীকাটা ধরা ভার ॥

এমন সময়ে গুরুদাসও এসে পড়্লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাক্‌বে। এ দিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আস্‌বেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই, মেয়ে মানুষ না দেখ্‌তে পেয়ে, মহা দুঃখিত হয়ে পড়্লেন। কিন্তু নেসার এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জান্তেন না। বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বল্‌তে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে, তাঁর ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন! কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকোয় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় ॥
হের হের শশধর অস্তাচলগত সখী,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায় ॥

গাইতে লাগ্‌লেন—মাঝীরা "জুয়ার বই যায়" বলে বারম্বার ত্যক্ত কত্তে লাগ্‌লো। জলও ক্রমশ উড়োনচণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি করে হটে যেতে লাগ্‌লো;—ইয়ারদলের অসুখের পরিসীমা রইলো না!

গুরুদাস পুনরায় সহরটী প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিন্দুরেপটী, শোভাবাজারের ও বাগ্‌বাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও দেখে গেলেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসী ছিল। গুরুদাস বাড়ী গিয়ে তাঁর সেই পিসীরে বল্লেন যে, "পিসি! আমাদের একটী কথা রাখ্‌তে হবে।" তাঁর পিসী বল্লেন, "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখ্‌তে হবে? তুমি একটা কথা বল্লে আমরা কি রাখ্‌বো না? আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন, "পিসি! যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসী,

সকলেই একটী দুটী মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসী শুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়? আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের শুধু নিরিমিষ রকমে যেতে মন সচ্চে না—তা পিসি! আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাদ্দি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসী এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁইগুঁই কত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গেলেন।

ক্রমে পিসীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন; নৌকোর ইয়ারেরা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আস্‌তে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়ীরা কোসে ঝপাঝপ করে দাঁড় বাইতে লাগ্‌লো। মাঝা হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগ্‌লো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে—

"ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদমতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচ্‌কে হেসে নয়ন ঠেরে কুলের বউ ভুলায়॥
হুর্‌র্ হো! হো! হো!"

গাইতে লাগ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৌকোখানি তীরের মত বেরিয়ে গেল।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এলো, ভাটার সারানী পড়্‌লো—নোঙ্গর-করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গেল—জেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুল্‌তে আরম্ভ কল্লে। সুতরাং যিনি যে অবধি গেচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গোর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পান্সী, ডিঙ্গি, ভাউলে, বজরা ও বোট বাজারপেট জায়গায় ভিড়ানো হলো—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগীমেরে চল্লেন। পেনিটি, কামারহাটি কিম্বা খড়দহে জলপান করে, খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছুবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গেলেন। অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন। প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয়কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন। বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগ্‌লেন; বক ও বালহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চল্লো, চক্রবাকমিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারে সুখবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো। হায়! সংসারের এমনি

বিচিত্র গতি যে. কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও, শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে. পথের ধারের পুরণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেম্নি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি-দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতর ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁখ-ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণী-স্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন; কিন্তু কচ্‌কে ছুঁড়ীদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাসি ধরে না। নোঙ্গোর-করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগ্‌লেন; বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে, নাচ্‌তে লেগেচেন। বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা-বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোনখানে বালির খালের নাচে একখানি পিনেশ নোঙ্গার করে বসেছেন—রকমারী বেধড়ক চল্‌ছে। গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ইষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

"যে যাবার সে যাক সখী আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে!"

গান ধরেচেন; কোন খানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাদে উঠ্‌লেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে পেচনে চল্লো; একজন মোসাহেব মাঝীদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, "চাচা! জায়গটার নাম কি?" অমনি বোটের মাঝী হজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্‌তা! এই রতন বাবুর গাট" বলে, বক্সি-সের উপক্রমণিকা করে রাখ্‌লে। বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌-লেন; ঘাটে অনেক বউ-ঝি গা ধূচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি, হাসি ও রসিকতার ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হলো,দু একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় দেখ্যাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখো রে মিনতি আমার॥
অন্য ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই।

অতএব তার, ভার তোমার,
দেখো রে করো নাকো অবিচার॥

গান জুড়ে দিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিন্‌ষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্ম্মা মাগীরা ঘাটের ওপর কাতা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগ্‌লেন—মড়াখেকো কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো, চরুন্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গেল।

কোন বাবুর বজ্‌রা বরানগরে পাটের কলের সাম্নেই নোঙ্গোর করা হয়েচে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়ে মানুষ দেখে, ছোট ছোট নুরি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুড়ে, আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, সুতরাং সে ধারের খড়্‌খড়েগুলো বন্ধ কত্তে হলো—আরও বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সাম্নে নোঙ্গোর করেচে, ভিতরের মেয়েমানুষেরা উঁকী মেরে নবরত্নটী দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আসে পাশেই আছেন; তাঁদের বাঁয়ার এখনও আওয়াজ শোনা যাচ্চে, আতুরী ও আনিসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছ্‌লেন, তাঁরাই দুনো হয়ে বেরিয়ে আস্‌চেন। ফুলুরী ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বড় দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফললাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসী আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন; নৌকোখানি অন্ধকার।

এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ এক পস্‌লা বৃষ্টি এলো। একটা গোলমেলে হাওয়া উঠ্‌লো, নৌকোর পাছাগুলি দুল্‌তে লাগ্‌লো—মাঝীরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে, বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগ্‌লো; রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্রি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই যায়—ক্রমে সুখতারার সিতি পরে হাস্‌তে হাস্‌তে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দেখে, লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব্ব দিক্ ফর্‌সা হয়ে এলো; "জোয়ার আইচে" বলে, মাঝীরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোর সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো। সকলখানিই এখানে রং পোরা, কোন কোন খানিতে গলাভাঙ্গা সুরে—

"এখনো রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ
কিঞ্চিত বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান॥

যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান ॥”

শোনা যাচ্চে। কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোন খানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেসার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারও পেকে এলো, মালারা জাল ফেল্‌তে আরম্ভ কল্লে—কিনারায় সহরের বড়মানুষের ছেলেদের ট্রুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভট্‌চাযিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগ্‌তে বসেচে। তরকারীর বাজ্‌রা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চল্লো, আড়খেয়ার পাটুনীরে সিকি পয়সায় ও আধ্‌ পয়সায় পার কত্তে লাগ্‌লো। বদর ও দফর গাজীর ফকীরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে। সূর্য্যদেব উদয় হলেন, দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুট্‌লেন, কিন্তু ইলিশমাছ ধড়্‌ফড়িয়ে মরে গেলেন, হায়! পরশ্রীকাতরদের—এই দশাই ঘটে থাকে।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরও ভারী ধূম! অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গেচে, কোথাও আজ শনিবার; কারু ক দিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্‌ খেলাবার জন্য পান্‌সী তইরি, হাজার টাকার বাচ্‌ হবে। এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘষা হচ্চে ও মাঝীদের লাল উর্দ্দী ও আগু পেছুর বাদসাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ারদল,খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয়, বাদী মহিন্দর নস্কর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি সৌখীন—সখের সাগর বল্লেই হয়!

এ দিকে কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকাতেই রইলেন; দুই একজন ওপরে উঠ্‌লেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদীমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেছে; এর ভিতরেই নানা প্রকার দোকান বসে গেচে। ভিখিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জুনী ও বাঁয়া নিয়ে বোষ্টমেরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের হর্‌রা, মাঠের ধূলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে, একটী চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত করেছে; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাধ করে সেবা কচ্চেন!

ক্রমে বেলা দুই প্রহর বেজে গেল। সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে, গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে, বেদির

ওপর বসেচেন ; চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক, প্রলয়তুফানে জেলে-ডিঙ্গির তফ্‌রা খাওয়ার মত, সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দেখে কে !

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমিদার 'মহাশয়' বাবুরা না এলে, জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাঁদের আর আসা হয় না ; ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো, আস্‌পাশের গাছতলা, জামবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গেল। অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ যেন শিঙ্গে ফোক্‌বার যোগাড় কল্লেন ; অনেকেই ধুতুরোফুল দেখ্‌তে লাগ্‌লো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গেল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো, সকলেই অস্থির। এমন সময়ে শোনা গেল, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রী-রাও চরিতার্থ হলেন ! চিঁড়ে, দই, মুড়ী, মুড়কী, চাটিমকলা দেদার উঠ্‌তে লাগ্‌লো ; খোস্‌পোষাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গেছে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে বেজে গেল। বাচখেলা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন ছোঁয়, এরই তামাসা দেখ্‌বার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো। অবশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জুটে হারের হাত্তালি ও জিতের বাহবা দিলেন। স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়ীমুখো হলেন ; যত বাড়ী কাছে হতে লাগ্‌লো, শেষে ততই গর্ম্মি বোধ হতে লাগ্‌লো। কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠ্‌লেন, কেউ বাগবাজার ও আহীরি-টোলার ঘাটে নাব্‌লেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ ; অনেককেই ধরে তুল্‌তে হলো ; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে। ক্বিরিতি গোলের দরুণ আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকোখানা বেচে নিতে পাল্লেম না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

দ্বিতীয় ভাগ।

রথ।

হে সজ্জন স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,—
চিত্রিণু চরিত্র—দেবী সরস্বতীর বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনামতে,
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহুমানে লব শির পাত।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুল্‌দার উড়্‌নী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধল্লেন। ক্রমে রথ এসে পড়্‌লো। ফোতো র‍্যতো পরব প্রলয় বুড়্‌টে; এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নাই, সুতরাং সহরে রথ-পার্ব্বণে বড় একটা ঘটা নাই; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয়! রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো,—ছোট ছোট ছেলেরা বার্নীস করা জুতো ও সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পোরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর-চাকরাণীদের হাত ধরে, পয়নালার ওপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখ্‌তে দাঁড়িয়েছে। আধবইসী মাগীরা থাতায় থাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পোরে, রাস্তা যুড়ে চলেচে; মাটীর জগন্নাথ, কাঁঠাল, তাল-পাতের ভেঁপু, পাখা ও শোলার পাখী বেধড়ক বিক্রী হচ্চে; ছেলেদের স্বাথাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌ষেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেচে। ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল-খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে একখানা রথ এলো। রথের প্রথমে পেটা ঘড়ী, নিশান, খুন্তি,

ভোড়োং ও নেড়ীর কবি; তার পর বৈরাগীদের দু তিন দল নিম্‌খাসা কেত্তন; তার পেছনে সখের সঙ্কীর্ত্তন গাওনা। দোহার-দলের সঙ্গে বড় বড় আট্‌চালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে, আশে পাশে কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদ্ঘর্ম্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত। সখের সঙ্কীর্ত্তনওয়ালারা গোচসই বারণ্ডার নীচে,চৌমাথায় ও চকের সামনে থেমে থেমে গান করে যাচ্চেন; পেচোনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন; দোহারেরা কি গাচ্চেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝ্‌তে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্‌লামী সুরে—

"কে মা রথ এলি ?
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক-মারা চাকা ঘুর্-ঘুরালি।
মা তোর সাম্‌নে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুখপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা, বেহদ্দ ছেলানী।"

গানটী গেয়ে, "মা রথ! প্রণাম হই মা!" বলে প্রণাম কল্লে। এদিকে রথ হেল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে গেল; এই রকমে দু চারখানা রথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে পড়্‌লো—গ্যাস-জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁধে করে দেখা দিলে। পুলিসের পাশের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধূম হয়, রথে সে প্রকার হয় না বটে; তবু ফেলা যায় না।

এদিকে সোজা ও উল্‌টো রথ ফুরাল। শ্রাবণমাসে ঢ্যালা ফেলা পার্ব্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক জায়গায় প্রতিমের কাঠামোয় ঘা পড়্‌লো, ক্রমে কুমোরেরা নায়েক বাড়ী একমেটে, দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগ্‌লো। কোলা বেঙ্গেরা "ক্রোড়্‌ কোঁ ক্রোড়্‌ কোঁ ক্রোড়্‌ কোঁ" শব্দে আগমনী গাইতে লাগ্‌লো; বর্ষা আঁবের আঁটী, কাঁটালের ভুঁতুড়ি ও তালের এঁসো খেয়ে বিদেয় হলেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজো এলো।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব বাঙ্গলা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ, হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হতেই বাঙ্গলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজা-রাজড়া ও বনেদী বড়মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল অনেক পুঁটেতেলীকেও প্রতিমা আন্‌তে দেখা যায়; পূর্ব্বেকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়্‌লো; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেল। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তলওয়ার, নানারঙ্গের ছোবান প্রতিমের কাপড় ঝুল্‌তে লাগ্‌লো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে; 'মধু চাই!' 'শাঁকা দেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুরচে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোন খানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী, চুমকী ঘটী ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে, ধুপ-ধূনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একট্রা দোকান বসে গেছে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকানঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভিতরে বসে যথার্থ 'পাই-লাভে' বউনি হচ্চে। সিন্দূরচুপড়ী, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে 'অ্যাকুডেক্টর' উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাক্‌রেরা আর্‌সি, ঘুন্‌সি, গিল্টির গহনা ও বিলাতী মুক্তো একচেটেয় কিন্‌চেন; রবরের জুতো, কম্‌ফরটার, ষ্টিক্ ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠ্‌চে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলাতী সোণার শীল আংটী ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধূলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোর্‌সমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিণ কাগজ মারা হয়েচে, ভিতরে চেয়ার পাতা, তার নীচে এক টুক্‌রো ছেঁড়া কার্‌পেট। সহরে সকল দোকানেরই, শীতকালের কাগের মত, চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্‌চে, ততই বাজারের কেনা-বেচা বাড়্‌চে; কলকেতা তত গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধ্‌তে বেরিয়েচেন; রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গেচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধচুরী, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে ছ ভরি রূপো গাঁট কাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও কোন মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস্ পোরা "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো গাওার, লুট তো ভাণ্ডার" চোরেরা পূজোর মোর্সমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে। চুরী তোদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বেঙ্কুলে বসতি কচ্চে; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়্‌লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে পূজার ভারী ধূম! প্রতিপদাদি-কল্পের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে বাড়ী গিস্‌গিস কচ্চে। বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঞ্জিণ কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে। মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্নে কতকগুলি প্রিতিমে-ফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। সভাপণ্ডিত মহাশয় করপুটে পিরিলীর বাড়ীর বিধবা-ববাহের দলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটুচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি লাগ্‌লেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না; বিধবা-বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাণের মুখের জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্‌নে, নাত-জামাই, দৌওুর ও খুড়তুতো ভেয়ে-দের নাম হাসিল কচ্চেন; এ দিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে, উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না' 'এবার এই হলো' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেকমত দেখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারী ধূম!

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দুর্গামণ্ডা বা আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে

রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগ্‌লো, গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে; দোকানে খদ্দের ব'স্‌বার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে ক্যেটে গেল; আজ ষষ্ঠী; বাজারের শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা—আশার শেষ ভরসা! আমাদের বাবুর বাড়ীরও অপূর্ব্ব শোভা; সব চাকর-বাকর নতুন তকমা, উর্দ্দী ও কাপড় পোরে, ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার দুইদিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্র-সার দেওয়া হয়েছে; ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকী ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে; জামাই ও ভাগনে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পোড়ে ফর্‌রা দিচ্চেন; বাড়ীর কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে, কোথাও নতুন তাস-জোড়াটা পর্‌কান হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যা লা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘূর্‌চে; কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে, ভুফোঁটা আতরদানের অবকাশ হচ্চে না।

এ দিকে সহরের বাজারের যোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁধোনো ভার! রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লিপত্র ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে; দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি-কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; রেয়ো ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথা যায়?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রতিমার অধিবাস হয়ে গেল; কিছুক্ষণ পরে ঢোল-ঢাকের শব্দ থাম্‌লো। পূজো-বাড়ীতে ক্রমে 'আন্ রে''কর্ রে''এটা কি হলো' কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো; সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখীরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে সহরের চারিদিকে বাজ্‌না-বাদ্দি বেজে উঠ্‌লো, নবপত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্‌লো, যেন সপ্তমী কোরমারান নতুন কাপড় পরিধান করে হাস্‌তে হাস্‌তে উপস্থিত হলেন। এদিকে সহরেরর সকল কলাবউয়েরা বাজ্‌না-বাদ্দি করে, স্নান কত্তে বেরুলেন, বাড়ীর ছেলেয়া কাঁসর ও ঘড়ী বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো; এদিকে বাবুর কলাবউয়েরাও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো; আগে আগে কাড়া, নাগরা, ঢোল ও শানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো; তার পেছনে নতুন কাপড় পোরে আশা-শোঁটা হাতে, বাড়ীর দরওয়ানেরা; তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ীর আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত; তার পশ্চাৎ বাবু।

বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে। আশে পাশে ভাগ্‌নে, ভাইপো ও জামায়েরা ; পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজেদল ; তার শেষে নৈবিদ্দ, লাণ্টন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ-ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজোর সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাইতে চল্লেন ; ক্রমে ঘাটে পৌঁছিলে কলাবউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে, স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজ্‌না-বাদ্দির সঙ্গে বাড়ীমুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দু চার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে, পূজো-আচ্ছা করে থাকেন ; ব্রাহ্মণভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান ; আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন ; পূজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ, অপর হিন্দুদের বাড়ী নিমন্ত্রিত-প্রদত্ত প্রণামীটাকা পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য ; কিন্তু এঁদের বাড়ী প্রণামীর টাকা বাবুর-অ্যাকৌউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয় ; প্রতিমের সাম্‌নে বিলাতী চরবার বাতী জলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠ্‌বার এলাওয়েন্‌স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ নিয়ে প্রতিমে আনিয়ে সাজান হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট্‌ পরেন, স্যাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন! শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এ দিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলামোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দ সাজান হলো। সঙ্গতি বুঝে সাড়ী, চিনীর থাল, ঘড়া, চুমকী ঘটী ও সোণার লোহা ; নয় ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটীর বদলে খুরী ব্যবস্থা। ক্রমে পূজো শেষ হলো ; ভক্তেরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ; বাড়ীর গিন্নীরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গেলেন ; কারো বা নব রাত্রি। আমাদের বাবুর বাড়ীর পূজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে ; বাবু মায় ষ্টাফ্‌ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে, কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে, হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব 'খুঁটী ছাড়!' 'খুঁটী ছাড়!' বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন ; গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পূরে দিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হলো ; একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর এক-

জন ধড়্টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার "জয় মা! মাগো!" বোলে কোপ তুল্লে; বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় মা! মাগো!" বলে, প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগ্‌লেন—চপ্ করে কোপ পড়ে গেল—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা গীজা গীজা নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যামটেমী বেজে উঠ্‌লো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে, পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে একজন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদিত করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে। বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাত্তালি দিতে দিতে, ধীরে ধীরে, চণ্ডীমণ্ডপে উঠ্‌লেন। প্রতিমার সাম্‌নে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলে, আরতি আরম্ভ হলো; বাবু স্বহস্তে গঙ্গাজল-ধবল চামর বীজন কত্তে লাগ্‌লেন, ধুপ-ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেল! এইরূপে আধঘণ্টা আরতির পর শাঁখ বেজে উঠ্‌লো—সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গেলেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দ নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সপ্তমী পূজো ফুরোলো। ক্রমে নৈবিদ্দ-বিলি, কাঙ্গালী-বিদায় ও জলপান-বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল; বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো। জগা স্যাকরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল। সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের তেমন গায়ক নাই; বিশেষতঃ এক্ষণে শ্রোতাও অতি দুর্লভ হয়েছে।

ক্রমে ছটা বাজ্‌লো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময়ে দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো। মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশটাকা-খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্কী ও কস্‌বী, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদ্‌বইসি ছোঁড়া সঙ্গে থাতায় থাতায় প্রতিমে দেখ্‌তে আস্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে নিমন্ত্রিত লোকে সেজেগুজে এসে টনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত একছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাঁকে গুজলেন, নেমন্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কল্‌কেতা সহরে এই একটী বড় আজগুবি কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দেন, "বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি, মশাই জান্ না!" কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না, আরো

পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্" বলে টাকাটী দিয়েই অমনি গাড়ীতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গীরগিটের মত উভয়ে এক্‌বার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে। সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্. পানতামাক মাথায় থাক্, সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল; দুই এক জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে, সাম্‌নে আতরদান, গোলাবপাস সাজিয়ে, পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নেদের সেঁদুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা তেড়ে কাম্‌ড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানায় অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গেছেন! দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার সমুখে যে, প্রণামী টাকাটী ফেল্‌বেন ও কি কর্‌বেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না; কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভারে প্রতিমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন, অথচ এ রকম নেমন্তন্ন না কল্লেই নয়। এই দরুণ অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর 'সামাজিক' নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্‌নে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়েবাড়ীর পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎকরা টাকাটী পাঠিয়ে দেন; কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অব প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব; তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ্ এরাইভ্যালের জন্য) রেজেষ্টরী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে হোক্, টাকাটী পৌঁছান নে বিষয়! অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েচেন; পূজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটী আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন; নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পূজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়; অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পূজোর প্রুফ্!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; চাল স্বতন্তর, আরতির পর বেনারসী জোড় পরে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন; অম্‌নি তক্‌মাপরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্‌লো; হরকরা, হুকোবরদার, বিবির বাড়ীর বেহারা ও মোসাহেবরা যোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো, কখন্ কি ফরমাস হয়। বাবুর সাম্‌নে একটা সোণার আল্‌বোলা, ডাইনে এক্‌টা পান্নাবসান ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে-বসান টোপ্‌দার গুড়্‌গুড়ি ও পেছুনে একটা মুক্তোবসান পেঁচুয়া পড়্‌লো; বাবু আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সাম্‌নে বাজেলোকের ভিড়ের দিকে দেখ্‌চেন—লোকে কোন্‌টার কারীগরীর প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক্ লোককে দেখান চাই যে, বাবুর

রূপো-সোণার জিনিস অঢেল; এমন কি, বসাবার স্থান থাক্‌লে আরও দুটো ফুর্‌সি বা গুড়্‌গুড় দেখান যেতো। ক্রমে অনেক অনাহূত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পূরে গেল,জুতোচোরেরা সেই লাঙ্গাতলোয়ারের পাহারার ভিতর থেকেও দুখুড়ী জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বাবুর সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তার মধ্যেও আপনার জুতোর ওপোরও নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠ্‌বার সময়ে দেখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় ত একপাটী ছেঁড়া চটী পড়ে আছে।

এ দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গুড়ুম করে নটার তোপ্ পড়ে গেল; ছেলেরা 'বোমকালী কল্‌কেত্তাওয়ালী' বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ী নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বোস্‌তে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, উঠানে সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজ্‌লিসের উদ্‌যোগ করা হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাসল-দেওয়া টুপি ও পেটী পোরে ফোপলদালালী কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই একজন নাচের মজ্‌লিসি নেমন্তন্নে আস্‌তে লাগ্‌লেন। মজ্‌লিসে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে, ঠিক একটী 'ইজিপ্‌শন মমী' সেজে, মজ্‌লিসে বার দিলেন; বাই, সারঙ্গের সঙ্গে গান করে, সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখ্‌তে থাকুন, বাবু ফরমা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন। প্রায় সকল বাড়ীতেই নানা প্রকার রং-তামাসা আরম্ভ হয়েচে; লোকেরা থাতায় থাতায় বাড়ী বাড়ী পূজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়! মাড়ওয়ারি খোট্টার পাল, মাগীর থাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পূরে গেচে। নেমন্তন্নের হাতলাণ্ঠনওয়ালা, বড় বড় গাড়ীর সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে; অথচ গাড়ী চালাবার বেগতিক! কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটী ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন; গানের তানে ঘুমন্তো ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্‌ইয়ার ছোক্‌রারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাট্‌চেন ও আপনি বাহোবা দিচ্চেন; রাত্রি শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্চে, মণি-গোঁসাই সং এসেচে, ছেলেরা মণিগোঁসাইয়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে; আসে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; মজ্‌লিসে বড় বড় রাম-

মসাল জ্বলচে; বাজে দর্শকদের বায়ুক্রিয়ায় ও মসালের দুর্গন্ধে পূজোবাড়ীতে তিষ্ঠান ভার! ধূপ-ধূনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোন খানে পূজোবাড়ীর বাবুরাই খোদ মজ্‌লিস রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো ব্যাং নাচানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন; এক এ কবারের হাসির গর্‌রায় শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপ্‌চেন; সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে, ন্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখ্‌চে; লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এ দিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়ীই আলোময়!

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজো কেটে গেল; আজ নবমী, আজ পূজোর শেষ দিন। এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটী জোয়ারের জলের মত বাড়্‌তেছিল, আজ সেইটীর একেবারে সারানীভাটা!

আজ কোথাও যোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁটা, সুপারি, আখ, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটী কচ্চেন; ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে; উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উঁকি মেরে নবমী দেখ্‌চেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেচে; কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেয়োভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো; ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পর দিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো; শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো—আজ নিরঞ্জন!

ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশটা বেজে গেল; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো; আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো; বামুনবাড়ীর প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিশের পাশ মত বাজ্‌না বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হলেন। এ দিকে এ কাজে সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে বারটা বেজে গ্যাল; সূর্য্যের মৃদু তপ্ত উত্তাপে সহর নিম্‌খাসা গরম হয়ে উঠ্‌লো; এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধুলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিভ বাহির করে হাঁপাচ্চে, বোঝাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়্‌চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ন্যাজ

মুলচে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গরুর চাল বেগ্‌ড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকেরা অনেকক্ষণ হলো ফিরেচে; আলু পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালারা কিছুক্ষণ হলো ফিরে গ্যাছে। ঘোল চাই! মাখন চাই! ভয়সা দই চাই! ও মালাইদইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুন্‌তে গুন্‌তে ফিরে যচ্চে; অ্যাখন কেবল মধ্যে মধ্যে পাণিফল! কাগোজ-বদল! পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা। নৈবিদ্দি-মাথায় পূজোবাড়ির লোক, পূজুরী বামুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই; গুপুস্ করে একটার তোপ পড়ে গেল। ক্রমে অনেক স্থলে ধূমধামে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এ স্থলে পদার্পণ করেছিল; অ্যাতো দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি; ছেলে ব্যালা যে পুতুল নিয়ে খ্যালাঘর পেতেচি, বৌবৌ খেলেছি ও ছেলে মেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পূজো কচ্চি,—তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাক্‌চে না। শুধু আমরা কেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের সভ্যবাবুরাও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও, হয় ত সমাজ না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে, পুতুল পূজে আমোদপ্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদারক্ত মেখে কোলাকুলি করেন; কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু "জগদীশ্বর একমাত্র" এটি জেনে আবার পুতুল পূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পূরে গেল, ইংরাজি বাজ্‌না, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তখন 'কার প্রতিমা উত্তম' 'কার সাজ ভাল' 'কার্ সরঞ্জাম সরেস' এই বিচারে প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে। কিন্তু হায়! 'কার্ ভক্তি সরেস' কেউ সে বিষয়ের অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও ও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এ দিকে প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দর গোচের দর্শক, খুদে খুদে পোষাক পরা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গেল। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ্‌খেলিয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—আমুদে-মিন্‌ষেরা ও ছোড়ারা নৌকার ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগ্‌লো; সৌখীন

বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট,পিনেস ও বজ্‌রার ছাতে বার দিয়ে বস্‌লেন —মোসাহেব ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু একটা রংদার গান গাইতে লাগ্‌লো।

গান।

"বিদায় হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধূলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার॥
পথে হাগা মোতা চল্‌বে না, লহোরের জল তুল্‌তে মানা;
লাইসেন্সটেক্স মাথটচাঁদা, পাইখানায় বাসিময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর, ইন্‌কমের আসেসর সাল্লে সবারে;
আবার গবর্ণরের শুয়ে দৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মাগো! অসাধ্য বাস করা আর॥
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মাগো!—মলেও শান্তি পাবো না;
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার।
হুতোমদাস তাই সহর ছেড়ে আস্‌মানে করেন বিহার॥"

এ দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনমণি যেন সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদবসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে। 'দাদা গো' 'দিদি গো' বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন; পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লেখা সিদ্ধি খাওয়ায় বিজয়ার উপসংহার। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কত্তে লাগ্‌লো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো; কারণ যখন লোকের সুখের দিন থাকে, তখন সেটীর তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা, দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

রামলীলা।

দুর্গোৎসব অ্যাক বছরের মত ফুরুলো; ঢুলীরা মায়েকবাড়ী বিদেয় হয়ে শুঁড়ির দোকানে রং বাজাচ্চে। ভাড়াকরা ঝাড়েরা মুটের নাথায় বাঁশে ঝুলে টুনু টুনু শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্চে। জজমেনে বামুনের বাড়ির নৈবিদ্দির আলো চাল ও পঞ্চ শস্য শুকুচ্চে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাটি নিয়ে কাগ তাড়াচ্চেন। সহরটা থম্‌থমে। বাসাড়েরা আজো বাড়ি হতে ফেরেন্ নি, আফিস ও ইস্কুল খোল্‌বার আরও চার পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে কালে যেপ্রকার হেস্মত থাকে, সে দেশে সে সময়ে সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, আমোদপ্রমোদ ও কারকারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল 'ওয়েদরককের' কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদপ্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখ্‌তেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজ কাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়ীতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনের' তানে পরিতুষ্ট হচ্চি; ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল মাচ, পাঁচালী ও পচা খেউড়ে আনন্দপ্রকাশ কচ্চি; যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও 'সুন্দরের সং' নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্ল যুদ্ধের তামাসা 'বুল্ বুল্ ফাইট' ও 'ম্যাড়ার লড়ায়ে' পর্য্যবসিত হয়েচে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি; শেষে অ্যাকৃপক্ষের 'খেউড়ে' জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না ক্যান? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুম্‌ঝুমী, চুষী ও শোলার পাখীতে বর্ণ পরিচয় করে থাকি; কিছু পরে ঘুড়ি, লুকোচুরী ও বৌবৌ খ্যালাই আমাদের যুবত্বের এন্‌ট্রান্স-কোর্শ হয়; শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাত্ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরাণো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আস্‌তে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিণামের সঙ্গে ক্রমশঃ কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব নয়—এটি প্রবল খোট্টাই! কিছুকাল পূর্ব্বে চানকের সেপাইদের জন্য এই রামলীলার সূত্রপাত হয়; পূর্ব্বে তারাই আপনাআপনি চাঁদা করে চানকের মাঠে রামরাবণের যুদ্ধের অভিনয় কত্তো; কিছু দিন এ রকমে

চলে, মধ্যে একবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের দু চার ধনী খোট্টার উদ্যোগে ১৭৫৭ শকে এখানে পুনর্ব্বার রামলীলার আরম্ভ হয়। তদবধি এই বার বৎসর রামলীলার ম্যালা চলে আস্‌চে। কল্‌কেতায় আর অন্য কোন ম্যালা নাই বলেই, অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা বাবু, মাড়োয়ারি খোট্টা, বেশ্যা ও বেণেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপনাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদির ওপর বার দিয়ে বসেচেন; গদির সাম্‌নে বড় বড় বাক্স ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আলবোলা প্রতি টানে শরদের মেঘের মত শব্দ কচ্চে, মস্ক-মুসব্বর-মেশান ইরাশী তামাকের খোস্‌বো বাড়ী মাত করেচে। গদির কিছু দূরে অ্যাক্‌জন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হজ্‌মীগুলি ও পালংতোড় প্রভৃতি 'কুয়ৎ কি চিজ' রুমালে বেঁধে বসে আচেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের অ্যাক জন সম্পন্ন জহুরীর পুত্র, এক্ষণে সহরেই বাস; হয় ত বছর কতক হলো আফিমের তেজিমন্দি খ্যালায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্যপোষ্য হয়েচেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে, সিদ্ধিসম্পর্কীয় মাজুমও তিনি উত্তম রকম প্রস্তুত কত্তে পারেন। বিশেষতঃ বিস্তর বাই, গায়ক ও গানওয়ালীর সহি পরিচয়, আপন হেকমত ও হুনুরীতে আজকাল বাবুর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেচেন। এঁর পাশে ভবানীবাবু ও মিস্টুয়ার্স আর্টফুল ডজর্‌স উকীল সাহেবদের হেডকেরাণী হলধর বাবু। ভবানী বাবু ঐ অঞ্চলের অ্যাকজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারি মাইনের চাকরী করেন; এ সওয়ায় অন্তঃশিলে কোম্পানীর কাগজের দালালী, বড় বড় রাজা রাজড়ার আমমোক্তারী ও মকদ্দমার ম্যানেজারী করা আছে। অ্যামন কি, অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানীবাবু ধড়িবাজিতে উমিচাঁদ হতে সরেস ও বিষয়কর্ম্মে জয়কৃষ্ণ হতেও জবর! ভবানীবাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন—মনে করুন, হলধর উকীলের বাড়ীর মকদ্দমার তদ্বিরে, ফের ফন্দাতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর। হলধরের মোচা গোঁপ, মযকের মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাদুলি, সরু ফিনফিনে সাদা ধুতি পরিধান, তার ভিতরে অ্যাক্‌টা কাচ, কপালে টাকার মত অ্যাকটা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি;—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁদে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্চেন ও গোঁপে তা দিয়ে যেন বুদ্ধি পাকাচ্চেন। অ্যামন সময়ে বাবুর মজ্‌লিসে ফলহরি বাবু ও রামভদ্দর বাবু উপস্থিত হলেন; ফলহরি ও রামভদ্দরকে দেখে বাবু সাদরসম্ভাষণে বসালেন, হুঁকাবরদার তামাক দিয়ে গেল; বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক খেতে খেতে

এ কথা সে কথার পর বল্লেন, "মশাই আজ রামলীলার বড় ধূম!" আজ শুনলেম্ লক্ষ্মণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজী পুড়বে, এখানে আস্‌বার সময়ে দেখ্‌লেম ও পাড়ার রাম বাবুর চৌঘুড়ি গেল! শম্ভু বাবু বগীতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্চেন—আজ বেজায় ভিড়! মশাই, যাবেন না? তখনি ভবানীবাবু এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি "ওরে! ওরে! কোই হ্যায়রে কোই হ্যায়!" শব্দ পড়ে গেল; আসে পাশে 'খোদাবন্দ' ও 'আজ্ঞা যাইয়ে' প্রতিধ্বনি হতে লাগ্‌লো—হরকরাকে হুকুম হলো, বড় বেরুচ ও বিলাতি জুড়ি তইরি কত্তে বল শীগ্‌গির।

এ দিকে বাবুর বেরুচ প্রস্তুত হতে লাগ্‌লেন, পেয়ারের আরদালীরা পাগ্‌ড়ী ও তক্‌মা পরে আয়নায় মুখ দেখ্‌চে। বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোষাক পচ্চেন। চার পাঁচ জন চাকরে পড়ে চল্লিশ রকম প্যাটনের ট্যাসলদেওয়া টুপি, সাটীনের চাপ-কান, পায়জামা বাছুনি কচ্চে।

কোন্‌টা পল্লে বড় ভাল দেখাবে, বাবু মনে মনে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্লান্ত হচ্চেন, হয়ত একটা জামা পরে আবার খুলে ফেল্লেন। একটা টুপি মাথায় দিয়ে আয়নায় মুখ দেখে মনে ধচ্চে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্চে, সেটাও বড় ভাল মানাচ্চে না। এই অবকাশে একজন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'কেমন হে! এটা কি মাথায় দেবো?' মোসাহেব সব দিক্ বজায় রেখে, 'আজ্ঞা পোষাক পল্লে আপনাকে যেমন খোলে, সহরের কোন শালাকে এমন খোলে না' বল্‌চেন; বাবু এই অবসরে আর একটা টুপি মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'এটা কেমন?' মোসাহেব 'আজ্ঞে এমন আর কারো নাই' বলে বাবুর গৌরব বাড়াচ্চেন, ও মধ্যে মধ্যে 'আপ্‌রুচি খানা ও পররুচি পিন্না' বয়েদটা নজীর কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিবেচনার পর, হয় ত একটা বেয়াড়া রকমের পোষাক পরে, শেষে পমেটম, ল্যাভেণ্ডার ও আতর মেখে, হাতে আংটী দিলেন। চেন ও ইষ্টিক বেছে নিয়ে, দু ঘণ্টার পর বাবু ড্রেসিংরুম হতে বৈঠকখানায় বার হলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্দর প্রভৃতি বৈঠকখানাস্থ সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই যেন 'আজ্ঞে পোষাকে আপনাকে বড় খুলেচে' বলে, নানাপ্রকার প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লেন; কেউ বল্লেন, 'হজুর! এ কি গিদ্‌সনের বাড়ীর তইরি না?' কেউ ঘড়ীর চেন, কেউ আংটী ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন।

মোসাহেবদের মধ্যে যাঁদের কাপড়-চোপড়গুলি, বাবুর বেরুচ ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদি কাপড়চোপড় পরে, কানে আতরের তুলো

গুঁজে, চেহারা খুলে নিলেন ; প্রসাদি পোষাক পরে মোসাহেবদের আর আহ্লা-দের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগ্‌লো, 'বাড়ীর কাছের উঠ্‌নোওয়ালা মুদি-মাগী ও চেনা লোকেরা যেন দেখ্‌তে পায়, আমি কেমন পোষাকে হজুরের সঙ্গে যাচ্চি।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে থাকেন, তাঁরা যখন বাবুদের সঙ্গে বড় বড় গাড়ী চড়ে ও ভাল কাপড়চোপড় পরে বেরোন, তখন কেউ তাঁদের দেখ্‌তে পান না ; আর গাম্‌ছা কাঁধে করে বাজার কত্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন।

এ দিকে টুং টাং টুং টাং করে মেকাবী ক্লকে পাঁচটা বাজ্‌লো ; 'হজুর গাড়ী হাজির' বলে, হরকরা হজুরে প্রোক্লেম কল্লে। বাবু মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন—বিলাতী জুড়ি কোচম্যানের ইঙ্গিতে টপাটপ টপাটপ্‌ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এ দিকে চাকরেরা 'রাম বাঁচ্‌লুম' বলে, কেউ বাবুর মচলন্দে গড়িয়ে পড়্‌লো, কেউ হজুরের সোণাবাধান হুঁকোটা টেনে দেখ্‌তে লাগ্‌লো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড়চোপড় পরে বেড়াতে বেরুলো। সহরের অনেক বড়মানুষের বাড়ী বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটাআঁটি থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ীর অনেক ভাগ উদোম্‌ এলো হয়ে পড়ে।

ক্রমে বাবুর বেরুচ চিৎপুর রোডে এসে পড়্‌লো। চিৎপুর রোডে আজ গাড়ি ঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। মাড়ওয়ারী খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় ছক্কড় ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখ্‌তে চলেচে ; যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও সখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, হেঁটেই চলেচেন। কল্‌কেতা সহরের এই একটী আজব গুণ যে, মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান সখ। বড়লোকেরা দানসাগরে যাহা নির্ব্বাহ করবে, সামান্য লোককে ভিক্ষা বা চুরী পর্য্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটীর নকল কত্তে হবে।

এ দিকে ছক্কড় ও বড় বড় গাড়ি রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর আঁধার করে তুল্লে। সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে পরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে, শ্রান্তি দূর করবার জন্যই যেন অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন ; প্রিয়সখী প্রদোষরাণীর পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ সতিনী শর্ব্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন ; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়ে ছিল, এখন পাখীদের সঙ্কেতবাক্যে অবসর বুঝে, ক্রমশঃ দিক্‌সকল আচ্ছাদিত করে, নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বিহার-স্থল প্রস্তুত কত্তে আরম্ভ কল্লে। এ দিকে বাবুর বেরুচ রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপ-

স্থিত হলো। রামলীলার রঙ্গভূমি, রাজা বাহাদুরের বাগানখানি পূর্ব্বে সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপ কুমারদের কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগনেতেই হতো; গত বৎসর হতে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যার পর নাই সখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুল গাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গেছেন; সুতরাং তাঁর বাগান সহরের শ্রেষ্ঠ হবে, বড় বিচিত্র নয়। অ্যামন কি অনেকেই স্বীকার করেচেন যে, গাছের পরিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানীর বাগান হতে বড় খাট ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন! বড় বড় গাছগুলি উব্ড়ে বিক্রী করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্য্যন্ত পড়ে রইলো না; যে প্রকারে হোক্ টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠ্লো, বাগানের ঘরে বাইরে বানর নাচ্তে লাগ্লো। সহরে সোরোত্ উঠ্লো, এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে 'রামলীলা!' কিন্তু এবার গাড়ী-ঘোড়ার টিকিট! রাজা বদ্দিনাথের বাগানের রামলীলার সময়ে টিকিট বিক্রী করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন, তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠ্তো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দু তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরেরা বাগানখানি ভাগ করে নিলেন—মধ্যে দেইজি পাঁচীল পড়্লো; সুতরাং অন্য বড় মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দ্যাখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়। বলতে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং-তামাসায় অপব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্ত্বেও রামলীলার বাগানগাড়ী ঘোড়া ও জনতায় পরিপূর্ণ; লোকের বেজায় ভিড়!

এ দিকে বাবুর বেরুচ জনতার জন্য অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হুজুর দলবল সমেত পায়দলে বেড়ানই সঙ্গত ঠাউরে, গাড়ী হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখ্তে লাগ্লেন।

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দুসারি দোকান বসেছে; মধ্যে মধ্যে নাগোরদোলা ঘুর্‌চে—গোলাবী খিলি, খেলেনা, চানাচুর ও চিনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠ্চে; ইয়ারের দল থাতায় থাতায় প্যারেড্ করে বেড়াচ্চে; বেশ্যা, খোট্টা, বাজে লোক ও বেণের দলই বারো আনা।

রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক্ গাড়ীর সার; কোন গাড়ীর ওপর একজন সৌখীন ইয়ার দু চার দোস্ত ও দুই একটী মেয়েমানুষ নিয়ে আয়েস কচ্চেন। কোনখানির ভিতরে চিনেকোট ও চুলের চেনওয়ালা চার জন ইয়ার ও একটী মেয়েমানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিলইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবী খিলি ও চরসের মজা লুটচে। ককতগুলি গাড়ীতে নিছক্ খোট্টা মাড়োওয়ারি ও মেড়ুয়াবাদী কতকগুলি খোসপোষাকী বাবুতে পূর্ণ।

আমাদের হজুর এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে থন্নুমল বাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌঁছিলেন—সেথায় বেজায় ভিড়! দশ বারোজন চৌকীদার অনবরত সপসপ করে বেত মাচ্চে; দশ জন সার্জ্জন সবলে ঠেলে রয়েছে, তথাপি রাখ্‌তে পাচ্চে না; থেকে থেকে "রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়!" বলে, খোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌চে। সকলেরই ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে; কিন্তু কার সাধ্য, সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হজুর অনেক কষ্টেস্ষ্টে বেড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশ্‌লেন। রণক্ষেত্রের অন্য দিকে লঙ্কা! সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘূরে বেড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ীর দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্চে। সাজা বানরেরা লাফাচ্চে ও গাছ-পাথরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোড়া-ছুড়ি কচ্চে। বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখে যার পর নাই পরিতুষ্ট হয়ে বেড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন; আরো দু চার জন বেণে বড়মানুষ ও ব্যাদ্‌ড়া বনেদীবাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন, মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালা ইন্‌ফ্লুয়েন্‌শল্ রিফরম্‌ড খোট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগ্‌লো। কেউ 'রাম রাম' কেউ 'আদাব' কেউ 'বন্দীগি' প্রভৃতি পেলামাস্কির সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে, বাবুর অভ্যার্থনা কত্তে লাগ্‌লো; এঁরা অনেকে দুই প্রহরের সময়ে এসেচেন, রাত্রি দশটার পর ভরপেট রামলীলে গিলে বাড়ী ফিরবেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও দু চার সবসক্রাইবর বড়মানষের ছেলেদের বেড়াতে দেখে, ম্যানেজর বা তাঁর আসিষ্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে, পানের দোনা উপহার দিয়ে, রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দু চার কাগজের সঙের তরজমা করে বোঝাতে লাগ্‌লেন। কত গাড়ী ও আন্দাজ কত লোক এসেচে; তার একটা মনগড়া মিমো করে দলেন, ও প্রত্যেক বানর ভাল্লুক ও রাক্ষসের সাজ্‌গোজের প্রশংসা কত্তেও

বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে "এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসি নেহি হুয়া থা" প্রভৃতি কম্প্লিমেণ্ট্ দিয়ে, ম্যানেজরদের আপ্যায়িত কত্তে লাগ্‌লেন। এ দিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো, ক্রমে চার পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজি পুড়ে সে দিন রামলীলা বন্নথাস্ত হলো। রাম-লক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে, বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো। কেরাঞ্চীর ঘোড়ারা বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে বহু কষ্টে গাড়ী নিয়ে প্রস্থান কল্লে। বাবু সেই ভিড়ের ভিতর হতে অতিকষ্টে গাড়ী চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সে দিনের রামলীলার এই রকমে উপসংহার হলো।

আমাদেরো এ সকল বিষয়ে বড় সখ, সুতরাং আমরাও একখানি ছ্যাকড়া-গাড়ীর পিছনে বসে, রামলালা দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম, গাড়ীখানির ভিতরে একজন ছুতোর বাবু গুটী দুই গেরস্থারী মেয়েমানুষ ও তাঁর পাঁচ জন দোস্ত ছিল; খানিক দূরে যেতে না যেতেই একটা জন্মজ্যেঠা ফচ্‌কে ছোঁড়া রাস্তা থেকে "গাড়োয়ান পিছু ভারি! গাড়োয়ান পিছু ভারি!" বলে চেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান "কেরে শালা।" বলে সপাৎ করে এক চাবুক ঝাড়্‌লে। ভিতর থেকে 'আরে কেরে' ল্যো বে যা, ল্যো বে যা' চীৎকার হতে লাগ্‌লো; অগত্যা সে দিন আর যাওয়া হলো না; মনের সখ মনেই রইলো।

শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্যামগগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে, প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে রয়েছেন। চক্রবাক্‌দম্পতী কত প্রকার সাধ্য-সাধনা কচ্চে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্চে না; সপত্নীর দুর্দ্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাস্‌চে, চাঁদের চির-অনুগত চকোর-চকোরী শর্ব্বরীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভর্ৎসনা কচ্চে, ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়ীরাও চীৎকার করে চকোর-চকোরীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে; লম্পট শিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন; এ সময়ে নিকটস্থ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছতলায় ও ঝোপ-ঝাপের আশে পাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়নজল শিশিরচ্ছলে বনরাজী ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে।

এদিকে বাবুর বেরুচ ও বিলাতী জুড়ী টপাটপ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভদ্রাসনে পৌছিল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়তে গেলেন, সহচরেরা বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে রামলীলার জাওর কাট্‌তে লাগ্‌লেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে দু চার অপর বড়মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও

কিছু পরে কাপড় চোপড় ছেড়ে মজলিসে বার দিলেন ; গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল।

বোধ হয়, মহিমার্ণব পাঠকবর্গের স্মরণ থাক্‌তে পারে যে, বাবু রামভদ্দর হুজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখ্‌তে গিয়েছিলেন ; বর্ত্তমানে দু চার বাজে কথার পর বাবু, রামভদ্দর বাবুকে দু একটা টপ্পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন ; রামভদ্দর বাবুর গাওনা বাজনায় বিলক্ষণ সখ, গলাখানিও বড় চমৎকার! যদিও তিনি এ বিষয়ে পেসাদার নন, তথাপি সহরের বড়মানুষ মহলে ঐ গুণেই পরিচিত। বিশেষতঃ বাবু রামভদ্দরের আজকাল সময় ভাল, কোম্পানীর কাগজের দালালী ও গাঁতের মাল কেনার দরুণ বিলক্ষণ দশটাকা রোজগার কচ্চেন ; বাড়ীতে নিত্যনৈমিত্তিক দোল-দুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ-মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে-মেয়ের বিয়ের সময়ে দশজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রায় বাবুর দলস্থ। কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কর্ম্মকাজের ভিড়ের দরুণ ভদ্দর বাবুর বারোমাস প্রায় সহরেই বাস ; কেবল মধ্যে মধ্যে পাল-পার্ব্বণ ও ছুটীটা আস্‌টায় বাড়ী যাওয়া আছে। ভদ্দর বাবুর সহরের বাদুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্দর লোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও দু চার জন বড়মানুষেও ভদ্দর বাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন। রামভদ্দর বাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোণার কাটি রূপোর কাটি ছিলেন ও অন্যান্য অনেক বড়মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন ; সুতরাং বাবু অনুরোধ কর্‌বামাত্র ভদ্দর বাবু তানপূরা মিলিয়ে একটী নিজরচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা-বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ফ্যালওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নক্সা এইখানেই ফুরালো।

রেলওয়ে।

দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে ; রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কাল অক্ষরে ছাপানো ইংরাজী বাঙ্গালায় এস্তেহার মারা গেছে! অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্চেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাঠ নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অবকাশে বারাণসী দর্শন কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে, বাবাজীর অনেক শিষ্য-সেবক ও বিষয়-আশয়ও প্রচুর

ছিল। বাবাজীর শরীর স্থূল, ভুঁড়িটী বড় তাকিয়ার মত প্রকাণ্ড; হাত পা গুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদোময়। বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত কুচকুচে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্য-স্থলে লম্বাচুলের চৈতন্যচুট্‌কি সর্ব্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাক্‌তো; বাবাজী বহু-কাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপীনের উপর নানা-রঙ্গের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্মবীচি তুল্‌সী প্রভৃতি নানা প্রকার মালা সর্ব্বদা পরে থাক্‌তেন। তাতে একটী লাল বনাতের বড়বালিশের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আকক্ষ ঝুল্‌তো।

বাবাজী একটী ভাল দিন স্থির করে প্রত্যূষেই দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন কল্লেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথঞ্চিৎ বাড়ীর বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে, দুই শিষ্য ও তল্পিদার ও ছড়িদার সঙ্গে লয়ে, মঠ হতে বেরিয়ে গাড়ীর সন্ধানে চিৎপুররোডে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গ মনে করুন, স্কুল ও আফিস খোল্‌বার এখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার এখনো উপসংহার হয়নি; সুতরাং রাস্তায় গহনার কেরাঞ্চী থাক্‌বার সম্ভাবনা কি! বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে শেষে এক গাড়ীর আড্ডায় প্রবেশ করে, অনেক কসা-মাজার পর একজনকে ভাড়া যেতে সম্মত কল্লেন। এ দিকে গাড়ী প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় এক বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীপাঠ কুমারনগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও রেলগাড়ীতে চড়ে বারাণসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে কিছু পূর্ব্বেই বাবাজীর শ্রীপাঠে উপস্থিত হয়ে, সেবাদাসীর কাছে শুন্‌লেন যে, বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেচেন। সুতরাং এরই অনুসন্ধান কত্তে কত্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যার পর নাই কৃশ, দশ বৎসর জ্বর ও কাশীরোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে কঞ্চি ও কাঠের মত পাকিয়ে গেচে, চক্ষু দুটী কোটরে বসে গেছে, মাংসমেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কথান কঙ্কাল-মাত্রে ঠেকেচে; তায় এক মাথা রুক্ষ তৈলহীন চুল, একখানা মোটা লুই ডুপাট করে গায়ে জড়ানো, হাতে একগাছা বেঁউড় বাঁশের বাঁকা লাঠি ও পায়ে এক-জোড়া জগন্নাথি উড়ে জুতো। অনবরত কাস্‌চেন ও গয়ার ফেল্‌চেন এবং মধ্যে মধ্যে শামুক হতে এক এক টিপ নস্য লওয়া হচ্চে। অনবরত নস্য নিয়ে নাকের নলি এমনি অসাড় হয়ে গেচে যে, নাক দিয়ে অনবরত নস্য ও সর্দ্দি-মিশ্রিত কফ-জল গড়াচ্চে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্চেন না; এমন কি, এর দরুণ তাঁরে ক্রমে

খোনা হয়ে পড়তে হয়েচে এবং আল্‌জিভও খারাপ হয়ে যাওরায় সর্ব্বদাই ভেট্‌কী মাছের মত হাঁ করে থাকেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হলেন। প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হলো, শেষে কুশল-প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারাণসী দর্শন কত্তে যাওয়াই স্থির কল্লেন!

এদিকে কেরাঞ্চী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হলো, তল্পিদার তল্পি নিয়ে ছাদে, ছড়িদার ও সেবায়ৎ পেছোনে ও দুই শিষ্য কোচ্‌বাক্সে উঠলো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। প্রেমানন্দ গাড়ীতে পদার্পণ করবামাত্র গাড়ীখানি মড় মড় করে উঠলো, সাম্‌নের দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারাণ্ডায় কতকগুলি বেশ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর "ভাই একটা এক্‌গাড়ী গোঁসাই দেখেছিস্! মিন্সে যেন কুম্ভকর্ণ!" প্রভৃতি বলাবলি করতে লাগ্‌লো। গাড়োয়ান গাড়ীতে উঠে সপাসপ্ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে জিভে ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করে চাবুক মাথার উপরে ঘোরাতে লাগ্‌লো; কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি যে, এক পা নড়ে! কেবল অনবরত লাথি ছুড়্‌তে লাগ্‌লো ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম করে আসোর জম্‌কিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাক্‌তে পারে যে, আমরা পূর্ব্বেই বলে গেছি, কলিকাতা আজব সহর! ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গেল। এই ভিড়ের মধ্যে একটা চীনের বাদামওয়ালা ছোঁড়া বলে উঠ্‌লো, 'ওরে গাড়োয়ান! এক দিকে একটা ধূম্রলোচন ও আর এক দিকে একটা চিম্‌ড়ে সওয়ারি, আগে পাষাণ ভেঙ্গে নে, তবে চল্‌বে। অমনি উপর থেকে বেশ্যারা বলে উঠ্‌লো 'ওরে এই রোগা মিন্সেটার গলায় গোটা কতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে, পাষাণ ভাঙ্গা হবে।' প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জলে উঠে, খানিকক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন; শেষে ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, 'ভায়া! সহরের স্ত্রীলোকগুলা কি ব্যাপিকা দেখেচো, শেষে 'প্রভো! তোমার ইচ্ছা' বলে হাই তুল্লেন! জ্ঞানানন্দও হাই তুল্লেন ও দুবার তুড়ি দিয়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বল্লেন, ঠিক বঁলেঁচো দাঁ দাঁ, ওরাঁ ভর্ত্তার কাঁছে-উঁপঁদেশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁঞাদের রাঁমা রাঁঞ্জিকার পাঠ দেঁওঞা উচিত।'

প্রেমানন্দ রামারঞ্জিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বল্লেন, "ভায়া না হলে আর মনের কথা কে বলে? রামারঞ্জিকার মত পুঁথি ত্রিজগতে নাই। প্রভো তোমার ইচ্ছা!" অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুল্কে জ্ঞানানন্দ বল্লেন, "দাঁ দাঁ শুঁনেছি বিবিরাঁ নাঁকি রাঁমারঁঞ্জিকা পঁড়্‌ছেঁ!" প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে "আরে ভায়া, রামারঞ্জিকা পুঁথির মত ত্রিজগতে হান পুঁথি নাঞি! প্রভো, তোমার ইচ্ছা।"

এদিকে অনেক কস্লতের পর কেরাঞ্চী গুড়ি গুড়ি চল্‌তে লাগ্‌লেন; তল্পিদারেরা গাড়ীর ছাদে বসে গাঁজা টিপতে লাগ্‌লো। মধ্যে শরতের মেঘে এক পসলা ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বাবাজীরা গাড়ীর দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদমজাত সং-গুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধ হয়ে থেকে, জ্ঞানানন্দ বাবাজী একবার গাড়ীর ফাটলে চক্ষু দিয়ে, বৃষ্টি কিরূপ পড়্‌চে, তা দেখে নিয়ে, এক টিপ নস্য নিলেন ও বার দুই কেশে বল্লেন, "দাঁ দাঁ এঁকটা সংকীর্ত্তন হঁক, শুঁধু শুঁধু বঁসে কাঁল কাঁটান হরছে এন্না।" প্রেমানন্দ সঙ্গীতবিদ্যার বড় ভক্ত ছিলেন; নিজে ভাল গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নির্জ্জনে সর্ব্বদা গলাবাজী কত্তেন; দিবারাত্র গুন্‌গুণোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সঙ্গীত-বিষয়ক একখানা বইও ছাপিয়েছিলেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম দু এক গোঁড়ার বাড়ী মজলিস করে গায়ক দিয়ে গাওয়ানোও হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রফুল্লিত হয়ে, মল্লার ভেঁজে গান ধল্লেন—পাঠশালের ছেলেরা যেমন ঘোসাবার সময়ে সদ্দার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে, গণ্ডায় এ্যাণ্ডা বোলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সঙ্গীত শুনে উৎসাহান্বিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটা তান মারতে লাগ্‌লেন। ভাঙা ও খোনা আওয়াজের চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেল্লে, তল্পিদার তড়াক্ করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে দরজা খুলে দেখে যে, বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চীৎকরে করে গান ধরেচেন! রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক খেতে খেতে ঢুল্‌তেছিল, গাড়ীর ভিতর বেতরো বেয়াড়া আওয়াজে চম্‌কে উঠে কল্‌কে ফেলে দৌড়ে গাড়ীর কাছে উপস্থিত হলো; দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন যে, তখনো তানমারা থামে নি। শেষে সহসা গাড়ী থামায় ও লোকের গোলে চৈতন্য হলো; পাহারাওয়ালাকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়্‌লেন! সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে একটা নগ্‌দা মুটে ঝাকা কাঁধে করে বেকার চলে যাচ্ছিল, এই ব্যাপার দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে "পুঙ্গির বাই গাড়ীমদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন" বলে চলে গেল। পাহারাওয়ালাকে কল্‌কে পরিত্যাগ করে আস্‌তে হয়েছিল বলে, সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করে, পুনরায় দোকানে গিয়ে বস্‌লো। রেলওয়ে ব্যাগ হাতে একজন সহুরে নব্য বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীর অপেক্ষায় এক দোকানে বসে ছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কত্তেছিল, এক্ষণে বাবাজীদের

গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া-চুক্তি করে, হুড়মুড় করে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন। এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। তল্পিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ীর পিছনে উঠে পড়্‌লো।

আমাদের নব্য বাবুকে একজন বিখ্যাত লোক বল্লেও বলা যায়। বিশেষতঃ তিনি সহরের সন্নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ স্থলে একটী ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করে, স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন; এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটী ভারী মাইনের চাকরী ছিল। নব্য বাবু রিফাইন্‌ড ক্লাসের টেক্কা ও সমাজে রঙ্গের গোলামস্বরূপ ছিলেন। দিবারাত্র "সামিগ্রী" কত্তেন, ও সর্ব্বদাই ভরপূর থাক্‌তেন—শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় "কারগো" নিতেন, মধ্যে মধ্যে "বান্‌চাল" হওয়ারও বাকি থাক্‌তো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের "ফরণিচর" ও "লাইব্রেরীর" বই কিন্‌তে বাবু ছুটী নিয়ে সহরে এসেছিলেন। ক দিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজে প্রকৃতি প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করে, বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ীর মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়্‌লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়্‌লেন। বাবাজীরা উভয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কত্তে লাগ্‌লেন। মাতাল কোথায় বস্‌বেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছলমানদের গাজীমিয়ার ধ্বজার মত, একবার এ পাশ একবার ও পাশ কত্তে লাগ্‌লেন।

বাবাজীরা মাতাল বাবুর সঙ্গে, একখাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বগ বগ করুন; ছক্কড়খানি ভরপূর বোঝাইয়ে নবাবী চলে চলুক; তল্পিদারেরা অনবরত গাঁজা ফুঁক্‌তে থাক্। এ দিকে বিষ্টি থেমে যাওয়ায়, সহর আবার পূর্ব্বানুরূপ গুল্‌জার হয়েচে—মধ্যাবস্থ গৃহস্থেরা বাজার কত্তে বেরিয়েচেন; সঙ্গে চাকর ও চাক্‌রাণীরা ধামা ও চাঙ্গারী নিয়ে পেচু পেচু চলেচে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্য পথিকদের চল্‌বার বড়ই কষ্ট হচ্চে; কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে, জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড় ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চীৎকার কত্তে কত্তে যাচ্চে; পাছে পাছে মেচুনীরা মাচের চুপড়ি মাথায় নিয়ে, হাত নেড়ে, হন্ হন্ করে ছুটেচে, কারু সঙ্গে মেছোর কাঁধে বড় বড় ভেট্‌কী ও মৌলবীর মত চাঁপদাড়ী ও জামাজোড়া-পরা চিংড়ি-ভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার, লালাবাবুর বাজার, পোস্তা ও কাপুড়েপটী জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হচ্চে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দেরদের বেজ্যায় ভিড়! শীতলা ঠাকরুণ নিয়ে ডোমের

পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্চে, খঞ্জনী ও একতারা নিয়ে বষ্টুম ও নেড়া নেড়ীরা গান কচ্চে; চার পাঁচ জন 'তিন দিবস আহার হয় নাই' 'বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতালোক!' বলে ঘুরচে। অনেকের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েচে; অন্য কোন উপায় নাই, কিছু উপার্জ্জনও হয় নাই, মদওয়ালা ও ধার দেওয়া বন্ধ করেচে, গত কল্য গায়ের চাদরখানিতে চলেচে—আজ আর সম্বলমাত্র নাই! ম্যাথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকানে ঢুকে বসে মদ টান্‌চে; মুদ্দাফরাশদের সঙ্গে উভয়ের অবলম্বিত পেসার কোন্‌টা উত্তম, তারি তকরার হচ্চে। শুঁড়ি, মধ্যস্থ হয়ে কখন মুদ্দাফরাশের কাজটাকে মেথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে, মুদ্দাফরাশকে সন্তুষ্ট কচ্চেন; কখন ম্যাথরের পেশাকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্‌চেন। ঢুলী, ডোম, কাওরা, তুলে বেহারারা কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্চে। এমন সময়ে একদল ঝুমুর বা গদাইনাচ আসরে উপস্থিত হবামাত্র, তর্কাগ্নিতে অ্যাকবারে জল দেওয়া হলো। মদের দোকান বড়ই সরগরম! সহরের দেবতারা পর্য্যন্ত রোজগেরে! কালী ও পঞ্চানন্দ প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বসেচেন; অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী উঠ্‌নো বরাদ্দ করা আছে; কোথাও রসুই করা মাংসেরও সরবরাহ হয়। খদ্দের দলে মাতাল, বেশ্যাই বারো আনা। আজকাল পাঁঠা বড় দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায়, কোথাও কোথাও পাঁঠী পর্য্যন্ত বলি হয়, কোন স্থলে পোষা বিড়াল ও কুকুর পর্য্যন্ত কেটে মাংসের ভাগায় মিশাল দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুই করা মাংস অক্লেশে চলে যায়, সেথায় বেরাল, কুকুর ফ্যাল্‌বার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নৌকো ও ঘুড়ী ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাটই খাওয়া হয় নাই।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ী রেলওয়ে-টরমিনসে পৌঁছুলো প্রায়, দেখুন! আপনাদের বৈঠকখানার ঘড়ী নটা বাজিয়ে দিয়ে, পুনরায় অবিশ্রান্ত টুক্‌টাক করে চল্‌চে; আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তাচলে আরাম করেন; কিন্তু সময় এক পরিমাণে চল্‌চে; ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের অপেক্ষা বা প্রার্থনা করে না। কিন্তু হায়! আমরা কখন কখন এই অমূল্য সময়ের কেবলই অপব্যয় করে থাকি! শেষে ভেবে দেখে তার জন্য যে কত তীব্রতর পরিতাপ সহ্য কত্তে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না!

এ দিকে সেই ছক্কড়ের ভিতর সেই ব্রাহ্ম বাবু শেষে থপ্ করে, জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়্‌লেন; ব্রাহ্মবাবুর চাপনে, জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িশুড়ি মেরে

গাড়ীর পেনেল-সই হয়ে রইলেন ; বাবু সরে সাম্‌লে বসে খানিক একদৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে, রেলওয়ে ব্যাগটী পায়দানে নাবিয়ে, জ্ঞানানন্দের দিকে একবার কটাক্ষ করে নিয়ে, পকেট হতে "প্রেসিডেন্সি মেডিকেল-হল-লেবেল-দেওয়া" একটী "ফায়েল" বার করে সিসির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক মুখ বিকৃত করে, রুমালে মুখ পুঁচে জামার জেব হতে দু ডুমো সুপুরি বার করে চিবুতে লাগ্‌লেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রাহ্ম বাবুর গাড়ীতে ওঠাতেই বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কত্তেছিলেন, কারণ, বাবুর একটী কালো বনাতের পেণ্টুলেন ও চাপ্‌কান পরা ছিল, তার ওপর একটা নীল মেরিনোর চায়নাকোট, মাথায় একটা "বীভর-হেয়ারের" চোঙ্গাকাটা ট্যাসল লাগামো ক্যাটিকুষ্ট ক্যাপ্ ও গলায় লাল ও হল্‌দে জালবোনা কম্ফর্টার, হাতে একটী কার্পেটের ব্যাগ ও একটা বিলিতী ওকের গাঁট-বাহির করা কেঁদো কোঁৎকা। এতদ্ভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটী ওয়াচ ছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ একটী চাবি ও দুটী শিল চুলের গার্ডচেনে ঝুল্‌চে। হাতের আঙ্গুলে একটী আংটীও পরা ছিল। জ্ঞানানন্দ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন যে, সেটীর ওপরে 'ওঁ তৎসৎ' খোদা রয়েছে। ব্রাহ্মবাবু আরকের ঝাঁজ সাম্‌লে প্রেসিডেন্সি ডাক্তারখানার লেবেল-মারা ফায়েলটা গাড়ী হতে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেখ্‌লেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্চেন। সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'প্রভু! আপনার নাম?' জ্ঞানানন্দ, বাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উদ্যম দেখেই শঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন প্রথম একবার এক টিপ্ নস্য নিলেন, শামুকটা বার দুচ্চার ঠুক্‌লেন ; শেষে অতিকষ্টে বল্লেন, "আমার নাম পুঁচ কঁরেচেন এঃ ; আঁমার নাম শ্রীজ্ঞাঁনানন্দ দাঁস দেঁব, নিবাঁস শ্রীপাঁট কুঁমারনগর।" মাতাল বাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচ্‌কে হেসে, পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে?' জ্ঞানানন্দ এ কথার কি উত্তর দিবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে, প্রেমানন্দের মুখ পানে চেয়ে রইলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক-চোস্ত ও ধড়িবাজ লোক, অনেকস্থলে পোড় খাওয়া হয়েচে ; সুতরাং এই অবসরে বল্লেন, 'বাবু, আমরা দুইজনেই গোঁসাইগোবিন্দ মানুষ! ইচ্ছা, বারাণসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব। বাবুর নাম?' মাতাল বাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাস্‌লেন ও পকেট হতে দু ডুমো সুপুরি মুখে দিয়ে বল্লেন, "আমার নাম কৈলাসমোহন, বাড়ী এইখানেই, কর্ম্মস্থানে যাওয়া হচ্চে।" প্রেমানন্দ, বাবুর নাম শুনে, কিঞ্চিৎ গম্ভার ভাব

ধারণ করে বল্লেন, "ভাল ভাল, উত্তম!" ব্রাহ্ম বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা?" এতে প্রেমানন্দ বল্লেন, "হাঁ বাপু, একপ্রকার ভ্রাতা বল্লেও বলা যায়; বিশেষতঃ সহধর্ম্মী; আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাত বংশীয়—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব্বপিতামহ।" মাতাল বাবু এই কথায় ফিক্ করে হাস্লেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয়, নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন!" এই কথায় রহস্য বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ করে গোঁ হয়ে বসে রইলেন; মনে মনে যে, যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখ দেখে ব্রাহ্মবাবু জান্তে পেরে, অপ্রস্তুত হবার পরিবর্ত্তে বরং মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে, বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কত্তে কৃতনিশ্চয় হয়ে, প্রেমানন্দের দিকে ফিরে বল্লেন, "প্রভু! দিব্বি সেজেচেন। সহসা আপনারে দেখে আমার মনে হচ্চে, যেন কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা সেজে গুজে চলেচেন। প্রভু একটা গান করুন্ দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো একবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেছিল; দেখা যাক্, আবার কি হয়। শুনেচি, প্রভু সাক্ষাৎ তান্সান।" প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্ত্তা হচ্চে, জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ীর পার্শ্ব:দিয়ে দেখ্‌চেন. রেলওয়ে টরমিনস কত দুর; শীঘ্র পৌঁছুলে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যাল্লিকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবুর কথায় প্রেমানন্দ বড়ই শঙ্কিত হতে লাগ্‌লেন; ছেলেবেলা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, এদের দেখ্‌লে বড় ভয়ও পেতেন। তিনি অনেকবার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন। একবার একজন মাতাল বাবু তাঁর কপালের তিলকমাটীর হরিমন্দিরটী জিভ দিয়ে চেটে নিয়েছিলো; কিছুদিন হলো আর এক প্রিয়শিষ্য একটা বেটো ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করেচেন। সুতরাং তিনি অতি বিনীতভাবে বল্লেন, "বাবু! আমরা গোঁসাইগোবিন্দ লোক, সঙ্গীতের আমরা কি ধার ধারি? তবে 'প্রেম্‌সে কহো রাধাবিনোদ,' তাঁরই প্রেমে দুটো সংকীর্ত্তন করে মনকে শান্ত করে থাকি।" ক্রমে ব্রাহ্মবাবু সেই ক্ষণমাত্রসেবিত আরকের তেজ অনুভব কত্তে লাগ্‌লেন, ঘাড়টী দুল্‌তে লাগ্‌লো, চক্ষু দুটী পাক্‌লো হয়ে জিভ কথঞ্চিৎ আড় হতে লাগ্‌লো; অনেক ক্ষণের পর 'ঠিক্ বলেচো বাপ্!' বলে গাড়ীর গদী ঠেস দিয়ে হেলে পড়্‌লেন এবং খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনরায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওৎ করে ঝুঁকতে লাগ্‌লেন ও শেষে তাঁর হাতটী ধরে বল্লেন,

"বাবাজি! আমরা ইয়ারলোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত ছোলা। শোনো একটা গাই, আমিও বিস্তর ঢপের গীত জানি; প্রভুর সেবাদাসী আছে তো?" এই কথা বলে হা! হা! হা! হেসে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে, হাত নেড়ে চীৎকার করে, গান ধর্লেন,--

চায় মন চিরদিন পূজিতে সেই পুতুলে।
রং-চঙ্গে চক্‌চকে, সাধে কি ছেলে ভুলে॥
ডাক রাং অভ্র চিক্‌মিক্ ঝিক্ মিক্ করে।
তায় সোণালী রূপালী চুম্‌কি আঁচলা আলো করে॥
আহ্লাদে পেহ্লাদে কেলে, তামাকখেগো বুড়ো ফেলে।
কও কেমনে রহিব, থ্যালাঘর কিসে চলে॥
চিরপরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয়।
থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিঙ্গী পাটের চুলে॥
শর্ম্মার সাহস বড়, ভূতের নামে জড়োসড়ো,
ঘরে আছেন গুণবতী গঙ্গাজলে গোবর গুলে॥

সঙ্গীত শেষ হবার পূর্ব্বেই কেরাঞ্চী রেলওয়ে-টর্‌মিনসে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্ম বাবু টল্‌তে টল্‌তে গাড়ী থাম্‌বার পূর্ব্বেই প্রেমানন্দের নাকটা থাম্‌চে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুলগুলা ধরে, গাড়ী হতে তড়াক করে লাফিয়ে পড়্‌লেন।

আজ আরমাণিঘাট লোকারণ্য; গাড়ী পাল্কীর যেরূপ ভিড়, লোকেরও সেই-রূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে কেরাঞ্চী হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্পিদার, ছড়িদার, সেবাৎ ও শিষ্যেরা পরস্পরের পদানুরূপ 'প্রোসেসন' বেঁধে প্রভু-দ্বয়কে মধ্যে করে, শ্রেণী দিয়ে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ হাত ধরাধরি করে হেল্‌তে দুল্‌তে যাওয়ায়, বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, একটা আর্‌শুলো ও কাঁচপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুমুনাং ণ্টাং টুমুনাং ণ্টাং করে রেলওয়ে ষ্টিম-ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়্‌বার সঙ্কেত-ঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং আফিসে লোকের ঠেল মেরেচে; রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে; তথাপি নিবৃত্তি নাই! 'মশাই শ্রীরামপুর!' 'বালিং বালি' 'বর্দ্ধমান মশাই!' 'আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন না, ইত্যাদি রূপ শব্দ উঠ্‌চে, চারিদিকে কাঠের ব্যাড়াঘেরা, বুকিং ক্লার্ক সন্ধ্যা-পূজার অবসরমতে ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌চেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো';

কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই! কর্ত্তা কম্ফর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝরাক্ ঝরাক্ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়্‌চেন, সিস দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেল্‌চেন। পাইখানার কাটা-দরজার মত ক্ষুদে জানালা-টুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখ্‌তে পাচ্চেন না যে, কথা কয়ে আপনার কাজ সার্‌বে! যদি কেহ চীৎকার করে, ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তবে তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেণ্টেও এই প্রকার গোল; সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফার্ষ্টক্লাস সাহেব বিবির স্থলে সেখানে চুঁ শব্দটী নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচ্‌তে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান; পান-তামাকের পয়সারও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবর-বেশে থার্ড ক্লাস বুকিং আফিসের নিকট যাচ্চেন, এমন সময় টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো; ফোঁস্ ফোঁস্ করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়্‌তে লাগ্‌লো, লোকেরা রল্লাবেঁধে জ্যোট দিয়ে ইষ্টিমারে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। জল্‌দি! চলো! চলো!" শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁক্‌তে লাগ্‌লো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাট্‌তে লাগ্‌লেন। ঝ্যাপ ঝ্যাপ ঝ্যাপ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ, "মশাই টিকিট-গুলি শীঘ্র দিন, শীঘ্র দিন, ইষ্টিম খুল্লো, ইষ্টিম চল্লো," বলে চীৎকার কত্তে লাগ্‌লেন; কিন্তু কাটাকপাটের হুজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই; সিস দিয়ে 'মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী।' গান ধর্‌লেন। 'মশাই শুন্‌চেন কি? ইষ্টিম খুলে গেল, এর পর গাড়ী পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই!' প্রেমানন্দের মুখে বারবার এই কথা শুনে, ক্লার্ক 'আরে থামো না ঠাকুর' বলে, এক দাবড়ি দিয়ে, অনেক ক্ষণের পর কাটাদরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটী বন্ধ করে পুনরায় 'ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন' গান ধল্লেন। প্রেমানন্দ বল্লেন, 'মশাই বাকী পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?' সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে? 'জমাদার ভিড় সাফ্ করো, নিকালো নিকালো' বলে ক্লার্ক সেই কাটগড়ার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন; রেল-পুলি-সের পাহারাওয়ালা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবলসমেত টর্‌মিনস হতে বার করে দিল। প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং

আফিসের দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। এদিকে ক্লার্ক কাটাদরজার ফাটল দিয়ে, মদন আগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে, উঁকি মাত্তে লাগ্‌লেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনস পরিহার করে, অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতি কষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়্‌লেন। গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্‌টানে ছাপাখানার 'হটপ্রেসের ফরমার' মত ও পাটকষা ইক্ষু কলের গাঁটের মত, জাঁত সহ্য করে, পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই, এষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুনুনাং ণ্টাং টুনুনাং ণ্টাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজ্‌লো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজায় উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন; সুতরাং এবার এগিয়ে, তল্পিতল্পা নিয়ে, টে্‌ণের অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে টে্‌ণের পথ দেখ্‌ছেন, জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্য শামুকটা ট্যাঁকে হতে বার কর্‌বার সময়ে দেখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটী নাই, অমিনি 'দাঁদা সর্ব্বনাশঞ হঁলো! সঁর্ব্বনাশঞ হঁলো! আঁমার গেঁজেটি নাই' বলে কাঁদতে লাগ্‌লেন, প্রেমানন্দ, ভায়ার চীৎকার ও ক্রন্দনে যার পর নাই শোকার্ত্ত হয়ে, চীৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ কল্লেন। কিন্তু রেলওয়ে-পুলিশের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা 'চপ্‌রাও' চপ্‌রাও', করে উঠ্‌লো; সুতরাং পাছে পুনরায় এষ্টেশন হতে বার করে দেয়, এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে, মনের খেদ মনেই সম্বরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন ও ততই নস্য নিয়ে নিয়ে শামুকটা খালি করে তুল্লেন।

এদিকে হস্ হস্ হস্ করে, টে্‌ণ টরমিনসে উপস্থিত হলো, টুনুনাং ণ্টাং টুনুনাং ণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজ্‌লো; লোকেরা রল্লা করে গাড়ী চড়্‌তে লাগ্‌লো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগ্‌লো; ভিতর থেকে 'আর কোথা আস্‌চো!' 'সাহেব আর জায়গা নাই' 'আমার বুঁচকী!' 'আমার বুঁচকীটা দাও' 'ছেলেটী দেখো, আমলো মিন্সে! ছেলের ঘাড়ে বসেছিস্ যে!' ইত্যাদিরূপ চীৎকার হতে লাগ্‌লো; কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চীৎকারে কর্ণপাত কল্লেন না। এক একখানি থার্ডক্লাস কাঁকড়ার গর্ত্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই একজন এষ্টেশনমাষ্টার ও গার্ড গাড়ীর কাছে এসে উঁকী মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফেল্‌বার স্থান থাকে, তা হলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া

হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্লাক্‌হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর থার্ডক্লাস দেখ্‌লে, একদিন এঁদের এজেণ্ট ও লোকোমোটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বল্‌তে পাত্তেন যে, "আপনাদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়।"

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দলবল নিয়ে একখানি গাড়ীতে উঠ্‌লেন; ধপাধপ্‌ গাড়ীর দরজা বন্ধ হতে লাগ্‌লো; 'হরকরা' চাই মশাই! হরকরা, 'হরকরা-ডেলিনুস্‌দার। ডেলিনুস!" এইরূপ চীৎকার কত্তে কত্তে কাগজ হাতে নেড়েরা ঘূর্‌চে। "লাবেল! ভাল লাবেল!" এই বলে লাল খেরোর ছব্‌জান কাঁধে হকার চাচারা বই বেচ্চেন। টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজ্‌লো, এষ্টেশনমাষ্টার খুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে বেরুলেন, অল্‌রাইট বাবু! বলে গার্ড হজুরের নিকটস্থ হলো। অল্‌রাইট্‌ গুড্‌মর্ণিঙ স্যার, বলে এষ্টেশনমাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন। এঞ্জিনের দিকে হাত তুলে, গার্ড যাবার সঙ্কেত করে, পকেট হতে খুদে বাঁশীটী নিয়ে সিসের মত শব্দ কল্লে; ঘটাঘট্‌ ঘটাস্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘটাস্‌ শব্দে গাড়ী নড়ে উঠে হস্‌ হস্‌ হস্‌ করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে বাবাজীরা, চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত, থার্ডক্লাসে বন্ধ হয়ে, বিজাতীয় যন্ত্রণাভোগ কত্তে কত্তে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে পেঁড়োর দুজন আয়মাদার আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায়, রোগুনের সৌরভে জয়দেবের বংশধর যার পর নাই বিরক্ত হচ্চেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি, বাতাসে উড়ে, জ্ঞানানন্দের মুখে পড়্‌চে; জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি না পেছন দিকে দু জন চিনেম্যান হাতরুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে প্রেমানন্দ গাড়ীতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু তখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ীর পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটী এমনি ঠেস মেরে গেছে যে, গাড়ীতে প্রবেশ করে অবধি তিনি শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়্‌ চড়্‌ কল্লে, এক একবার কারু কাঁধ ও কারু মাথার ওপোর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু ওৎ সাব্যস্ত হয়ে উঠ্‌চে না, তাঁর পাশে এক মাগী একটী কচিছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবাজী লাত ফ্যাল্‌বার পূর্ব্বেই, মাগী 'বাবাজী কর কি! কর কি! আমার ছেলেটী দেখো!' বলে চীৎকার করে উঠ্‌চে; অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই

দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত ছুটি জড়ো সড়ো করে ধোপার বুচ্‌কী ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্চেন—ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে। গাড়ীর মধ্যে একদল 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা কোচ্‌কে ছোঁড়া, 'বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেঁসে যায়' বলে, পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায়, গাড়ির মধ্যে একটা হাসির গরবা পড়ে গেল। "প্রভো! তোমার ইচ্ছা" বলে, প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সম্বরণ করে থাম্‌লো; বাইরে 'বালি!' বালি! বালি!' শব্দ হতে লাগ্‌লো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান! বালির বেণী বাবুও বিখ্যাত লোক। টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল" মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ। বালির যাত্রীরা বালিতে নাব্‌লেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দল্‌টা বালিতে নাবায়, প্রেমানন্দও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দলের ছোঁড়াগুলো নাব্বার সময়ে, প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা করে চিম্‌টী কেটে গেল। উত্তরপাড়া বালির লাগোয়া। উতরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত স্থান। বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার মডেল জমিদারের কল্যাণে, স্কুলটীও মডেল বা আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠেচে।

ক্রমে ষ্টেশনের রেলকাটা ঘণ্টা টুং টাং টাং আওয়াজ দিলে। আরোহীরা, টিকিট ঘরের দরজা খুঁজে না পাওয়াতে কুলি, মজুর, চাপরাসী এবং অন্য আরোহী-দের জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'মশায়! টিকিট কোথা পাওয়া যায়?' তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বোধ হয়, কলিকাতার সিঙ্গি মহাশয়দের বাড়িতে পূজার বার্ষিক এবং একখানি পেতলের থালা চিনি সমেত পাবার প্রত্যাশায়, কল্‌কেতায় আস্‌ছিলেন। তিনি বল্লেন, 'এই ঘরে টিকিট পাওয়া যায়, তা কি তুমি জান না?' তাদের মধ্যে একটী নব্যবয়স্ক বালক ঠাকুরমার গলার একগাছি দানা এবং দাদা মশায়ের আমলের রূপার পুরাতন পৈঁচে, কাণের একটী পাশা ও কতকগুলি টাকা, কাপড়চোপড় প্রভৃতি, খাবার দাবার, শিশি বোতল, ইত্যাদিতে পূর্ণিত একটী ব্যাগ হস্তে, দৌড়ে ব্যাড়াচ্চেন। প্রভুদিগের গাড়ীতে কিঞ্চিৎ স্থান দেখে, অতি কুণ্ঠিতভাবে বল্লেন, 'দয়াময়! যদি অনুগ্রহ করে এই গাড়ীতে আমাকে একটু স্থান দেন। বেচারীর অবস্থা ও উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখিয়া, জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেন, 'বাবু! তুমি এই গাড়িতে এস।' বালকটি অতি কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'মহাশয়! আপনারা কে এবং কোন্ বংশ?' তাতে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উত্তর কল্লেন, 'বাবু, আমরা বৈষ্ণব—নিত্যানন্দ বংশ।' এই কথা শ্রবণমাত্র বালকটী গোস্বামী জ্ঞান করে সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাঁদের পদধূলি

নিতে উদ্যত হলেন ; কিন্তু গলদেশে পৈতা দেখে বাবাজীরা নিষেধ করে বল্লেন, 'হাঁ হাঁ, আমরা বৈষ্ণব, তুমি ব্রাহ্মণ দেখ্‌চি।' বালক বল্লে, 'আপনারা বৈষ্ণব হোউন, তাতে কোন ক্ষতি নেই, আপনাদের আচরণ দেখে, আমার এত দূর পর্য্যন্ত ভক্তি জন্মেছিল যে, আপনাদের পদধূলি লইতে পারি।"

প্রেমানন্দ বল্লেন, 'হাঁ-হাঁ-হাঁ বাপু, স্থির হও ; বাপু, তুমি কোথায় যাবে; কোন্ ষ্টেশনে তুমি নাব্বে ?'

বালক। আজ্ঞে আমি, আমি জামাই-ষ্টেশনে নাব্বো।

প্রেমা। বাপু, জামাই ষ্টেশন কোন্ জেলায় ?

বালক। প্রভু! আপনি এত বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ, অদ্যাবধি জামাই-ষ্টেশন কাকে বলে জানেন না ?

প্রেমা। বাপু, আমাদের রেলে গতিবিধি অতি বিরল ; কালে ভদ্রে কখন কখন নবদ্বীপ অঞ্চলে গিয়ে থাকি। কুলের মহাপ্রভুর পাঠ এবং শ্রীপাঠ খড়দহে শ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম দর্শন মানসে যাওয়া আসা হয়, এই মাত্র! তবে এই নূতন রেলগাড়ী খোলাতে বিশ্বনাথ এবং গোবিন্দজী গোপীনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কর্‌বার মনন করেছি। তা এখন কত দূর কি হয়, তা বলতে পারি না।

বালক রেলওয়ের হুইশিল ও গাড়ির মোশন কম দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা কল্লে যে, এইবার আমার নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিতে হইবে। পরে বাবাজীদের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বল্লে, "জামাই-ষ্টেশন কাহাকে বলে এই দেখুন ; যেখানে আমি নামিয়া যাইব ; অর্থাৎ কোন্নগর ষ্টেশন। এই স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের পুত্রকন্যার বিবাহ হয় এবং সময়ে সময়ে আফিসের কর্ম্মচারী অনেক জামাইবাবু এই ষ্টেশনে অবতীর্ণ হন, সেই কারণে কোন্নগর ষ্টেশনকে জামাই ষ্টেশন বলা হয়।"

ক্রমে গাড়ি প্ল্যাটফরমে এসে পড়্‌লে। চড়কগাছের মত মস্ত বাহাদুরী কাঠের উপরে ডানহাত-বাঁহাত-তোলা দুখানি তক্তা এবং রেড, গ্রিন, হোয়াইট লাইটের গ্লাস দেওয়া ল্যাম্পগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে। আরোহীরা নামিয়া গেল ও উঠিল। গার্ড একবার ব্রেকভ্যান থেকে নেমে এসে, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক ও সিগ্‌নালারের সঙ্গে খানিক হাসি মস্করা করে, রেলওয়ের চামড়া নির্ম্মিত লেটার ব্যাগ এবং পার্শ্বেল ইত্যাদি সমস্ত ব্রেকভানে তুলে নিয়ে, বল্লেন, 'ওয়েল হাউফার ?' কালচাপকান পরা, মাথার কাল টুপিতেই, "আই, আর" লেখা, নিগুঁকো নাটাগড়ে আমদানী পাড়াগেঁয়ে বাবু ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, "চাপ্‌রাসি! ঠিক

হায়, গণ্টা মারো।” ষ্টেশনমাষ্টারের অর্ডারে রেলকাটা তারে ঝোলান ঘণ্টা একটী লোহার হাতুড়ী দ্বারা আহত হয়ে টং টং টং করে আওয়াজ দিলে। ষ্টেশন-মাষ্টার আপন গলার মালাগাছটি লজ্জাসহকারে আপন চাপকানের ভিতর গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে, অর্ডার দিলেন, ‘অল্‌রাইট।” সে অপ্রতিভ ভাবটী শুধু চাপকানের প্রথম বোতামটি ছিঁড়িয়া যাওয়ার জন্য, ঘটেছিল ; নচেৎ মালাগাছটি কেউ দেখ্‌তে পেত না। কাটাপোষাকের উপর দৃশ্যমান মালাগাছটী বাবুকে একটু লজ্জা দিচ্ছিল, তাইতে তিনি সেটী লুকোবার চেষ্টায় ছিলেন।

ক্রমে রেলগাড়ী হুস্ হাস্ করে চল্‌তে লাগ্‌লো। জ্ঞানানন্দ এবং প্রেমানন্দ বাবাজীদের যেন' দোলায়-চড়া ছেলের মত, নিদ্রা-আকর্ষণ হলো ; কথনো বা ঘোর, কথনো বা জাগ্রত। এই প্রকার অবস্থায় রেল গাড়ী বরাবর চলে গিয়ে, মধ্যবর্ত্তী ছোট ষ্টেসনে অল্পক্ষণ দাঁড়াল : সেখানে বেশী কলরব নেই বলে বাবাজী-দের নিদ্রাভঙ্গ হলো না। তার পর যখন গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌছে, সেই সময় বাবাজীদের নিদ্রা ভাঙ্গে।

বর্দ্ধমানষ্টেশন অতি প্রশস্ত এবং সেঁথানে বিস্তর জনতা ; সেখানে অনেক লোক জনের আমদানী এবং ধানচাল প্রভৃতি মালামালের বেশী হিড়িক্! সুতরাং গাড়ি সেখানে বেশীক্ষণ ধরে। ঐ গোলমালে বাবাজীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তখন চৈতন্য হলো। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, ‘ভায়া! এ কোথায় আসা গেল ?’

জ্ঞানানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, দাঁদা কিঁছুই বুঁঝ্‌তে পাঁচ্চি নাঞ।
“পান চুরুট, পান চুরুট! ডাব চাই! সীতাভোগ, মিহিদানা, চাই বর্দ্ধমেনে থাজা!”

“বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান !!”

ইত্যাদিরূপ চীৎকার শুনে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কল্লেন,‘এটা কোন ষ্টেশন বাবু?”

বিক্রীওয়ালা। “মশায়! এটা বর্দ্ধমান ; সীতাভোগ থাজা,জলপান কিঞ্চিৎ চাই।

প্রেমা। বাপু; ‘এখানে গঙ্গাজল পাওয়া যায় ?’

বিক্রীওয়ালা। (প্রভুর চেহারা দেখিয়া) প্রভু, এ স্থানে কি গঙ্গাজল মিলে ? এখানে সমস্তই পুকুরের জল ব্যবহার হয়।

প্রেমা। আচ্ছা তবে থাক্ বাবু।

জ্ঞানা। দাঁদা, শুঁনেছিঁ বঁর্দ্ধমান অঁতি সুঁন্দর স্থাঁনঞ, রাজার কাঁণ্ড কাঁরথানা ঠাঁকুরবাড়ী, দেঁবালঁয়ঞ অঁতিথশাঁলা প্রঁভৃতি নাঁনারঁকম পুঁণ্যাহঁ কার্য্য আঁছেঞ এঁবং তাঁহাঁর সঁহিতঁ রাঁজাঁর নিজ আঁমোঁদেঁর জন্যেঁ গোঁলাবঁ বাঁগ পঁশুশাঁলা কাঁচেরঁ ঘঁর প্রভৃতি নাঁনারকঁম দ্রঁষ্টব্য জিনিষ আছেঞ, এঁবং এঃ

আরও শুনিয়াছি পূর্ব্ব রাজাদিগের এ খোদিত অতি বিস্তৃত পুষ্করিণী আছে। এই সমস্ত আমাদিগের দেখা নিতান্ত আবশ্যক; যখন এ এতদূর এসেছি তখন এ জীবনে বোধ হয় আর হবে না।'

প্রেমানন্দ বল্লেন, 'ভায়া! যাঁহাদিগের দর্শন প্রার্থনায় এতদূর কষ্ট করে আসা গেছে, তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনই মুখ্য। যদি প্রভুর ইচ্ছায় বেঁচে থাকা যায়, প্রত্যাগমনের সময়ে সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া নয়নের সার্থকতা লাভ করে স্বদেশে যাবে।"

রেলওয়ের গাড়ি টুং টাং শব্দে সেখান থেকে ছাড়্লো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী, কথঞ্চিৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে খোনা আওয়াজে, বেঞ্চির উপর শুয়ে, একটী গান ধল্লেন।

গান।

"যদি গৌর কৃপা কর আমায় আপনার গুণে।
জগাই মাধাই উদ্ধারিতে স্থান দিলে শ্রীচরণে॥
যদি প্রভু কৃপা করে স্থান না দাও রাঙ্গাচরণে;
এ নামে কলঙ্ক রবে তোমার এ তিন ভুবনে॥"

এরূপ গান করতে করতে জ্ঞানানন্দ শামুক থেকে একটিপ নস্য নিয়ে 'দীন প্রভু তোমার ইচ্ছা' বলে শয়ন কল্লেন। ক্রমে রেলগাড়ী মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট ষ্টেশনে দু এক মিনিট থাম্লো, পূর্ব্বকার মত দু একজন গরীব রকমের বিক্রীওয়ালা দুট্ একটা ডাক দিয়ে চলে গেল। চাপরাসীরা রেলকাটা ঘণ্টায় আওয়াজ দিলে, এসব ষ্টেশনে আরোহী অতি কম! বোধ হয় কোন কোন ষ্টেশন একজনও হয় না। এইরূপে যেতে যেতে গাড়ী জামালপুরে গিয়ে পৌছিলো। পাঠকগণ! জান্বেন, এর মধ্যে এমন কোন বিশেষ ষ্টেশন নাই যার বর্ণনা আমরা করি। ক্রমে গাড়ী জামালপূরে এসে পৌছেচে; জামালপুরে গাড়ী অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অবস্থান করবে; কারণ জামালপুর ষ্টেশনে ইঞ্জিন, কয়লা জল ইত্যাদি বদল কত্তে হবে। ওখানে ইত্যবসরে প্রেমানন্দ বাবাজী গাড়ি থেকে অবতীর্ণ হয়ে, একবার ষ্টেশন এবং পাহাড় আদির দৃশ্য দর্শন কত্তে গেলেন। গাড়ি অনেকক্ষণ এখানে থামে। বাবাজীরা ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া, গাড়ি ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া, তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, লালপেড়েসাড়ি পরা, হাতে একগাছি সাদা শাঁকা, এক হাতে রুলি একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে "ওমা আমার কি হলো, খোকার গলায় মাদুলি কৈ, সম্পূর্ণ কোথায়? ও পিসি একবার দেখ্! মেয়েটা এই যে খোকার হাত ধরে বেড়াচ্ছিল; ও সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ বলে স্ত্রীলোকটী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কত্তে লাগ্লো। বাবাজীরা আপন কাম্পর্ট-

মেণ্টে' এসে উপস্থিত হয়ে গাড়ির কাটা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। গাড়িও পূর্ব্বেকার মত 'হস্ হস্ হস্' করে চল্‌তে লাগ্‌লো।

বাবাজীরা যে সকল এষ্টেশন পার হতে লাগ্‌লেন, সেই সকলেরই এষ্টেশন-মাষ্টার, সিগ্‌নেলার, বুকিং ক্লার্ক ও এপ্রিন্‌টিসদের এক প্রকার চরিত্র, একপ্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে 'পুলিসম্যান পুলিসম্যান' করে চীৎকার করে, সহসা ভদ্র লোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন। কেউ দুটী গরিব ব্যাওয়ার জীবনসর্ব্বস্ব পুঁটুলিটী নিয়ে টানাটানি কচ্চেন—ওজোন কচ্চেন। কোথাও বাঙ্গাল গোচের যাত্রী ও কোমোরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর টিকিট নিজে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্য পেড়াপেড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিশম্যান হাজির। কোন এষ্টেশনের এষ্টেশনমাষ্টার, কম্ফর্টার মাথায় জড়িয়ে চিনে কোটের পকেটে হাত পুরে, বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—এপ্রিন্‌টীস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে; হঠাৎ হজুরের কম্যাণ্ডিং আস্‌পেক্‌ট দেখে একদিকে 'ইনি কেহে ?' বলে, সমাগত নিরীহ লোকে পরস্পর ছইস্‌পর কচ্চে। বল্‌তে কি, হজুরতো কম লোক নন—দি এষ্টেশন মাষ্টার!

যে সকল মহাত্মা ছেলে বেলা কল্‌কেতার চীনে বাজারে "কম স্যার! গুড্ শপ্‌স্যার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ এক্‌বার তো সী!" বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও সোল্‌জারদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, 'বথেল' সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাত্‌ড়ান; কাঁচপোকায় ধরা আরস্কুলার মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদ্‌লে, 'দি এষ্টেশনমাষ্টার' হয়ে পড়েচেন, যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলট্রেণে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে এক্‌বারমাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাক্‌টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্ম্মচারীদের নামে সর্ব্বদাই 'কম্‌প্লেন' করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট য্যান 'পুলিসম্যানের' ভয়েই এগুতে ভয় করেন; শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই। কেবল লাল, সাদা, গ্রীন্ সিগ্‌ন্যাল, এষ্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু! ইহাঁরা স্বজাতির অপমান কত্তেই বিলক্ষণ অগ্রসর ও দক্ষ।

জামালপুর-টানেল পাহাড়-ভেদ করে প্রস্তুত একটা রাস্তা; য্যামন আমাদিগের দেশে মস্ত খিলানওয়ালা বাড়ীর নীচে দিয়ে অনেক দূর যেতে হয়, টানেল সেই প্রকার। তবে ভাড়ী লম্বা খিলান-পথে জল পড়ে না; এই টানেলের উপরিস্থিত নদ নদী, বৃষ্টির জল এবং পাহাড়ের ঝরণা প্রভৃতি জল তাহার ভিতর চুয়াইয়া

পড়ে। ট্রেণ সেই টানেল অতিক্রম কর্‌বার সময়ে, জ্ঞানানন্দ বল্লেন ; দাঁদা এঁ কিঁ আশ্চর্য্য দিঁনে রাত্তি! মেঁঘ নাঁঞি, বৃঁষ্টি নাঁঞি, এঁত অন্ধকারের ভিতঁর কোঁথায় যাঁচ্ছিঞ ?"

প্রেমানন্দ বল্লেন "ভাই এটা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না ; তবে আমি শুনে-ছিলাম যে, তিনপাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা আছে। এটা তবে তাই বুঝি! আহা! ইংরাজ বাহাদুরদিগের কি অসীম ক্ষমতা। আমাদের পূর্ব্বেকার রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে পুষ্পকরথ, এবং নানাপ্রকার অদ্ভূত ব্যাপার, যেমন হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনা, সাগর বন্ধন ইত্যাদি যেমন মহামহা ব্যাপার বর্ণিত আছে, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কদাচ কোথাও দেখা যায় নাই, শোনাও যায় নাই। ধন্য ইংরাজের বলবুদ্ধি! প্রভু, সকলই তোমার ইচ্ছা!" এই বল্‌তে বল্‌তে প্রেমানন্দ পুনরায় নিদ্রায় অভিভূত হলেন। গাড়ী যত মধ্যবর্ত্তী এষ্টেশনে মাঝে মাঝে থেমে, একেবারে মোগলসরাই-এষ্টেশনে এসে পৌছলো। পৌছামাত্রই পুলিশম্যান, টিকিটকলেক্‌-টর, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাথর, সুইপার এবং যাহারা গাড়ীর সমস্ত তদন্ত করেন, সকলেই নিকটবর্ত্তী হয়ে, আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। বাবাজীরা নিজের পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে, অতি যত্নের সহিত (হুঁকো কল্‌কে ইত্যাদি কোন জিনিষের ভুল না হয়) সমস্ত দ্রব্য নিয়ে প্লাটফরমে নেমে ও রেখে হাঁপ্ ছাড়লেন। প্রেমানন্দ বল্লেন "হা প্রভু বিশ্বনাথ! এইবার যদি অদৃষ্টক্রমে আপনার দর্শন পাই। এখনো বল্‌তে পারি নে, যতক্ষণ কাশীধামে পৌছে আপনার মস্তকে গঙ্গাজল বিল্বপত্রাদি ছড়াইয়া প্রণিপাত না কত্তে পারি, ততক্ষণ বল্‌তে পারিনে।"

সেখানে নৌকার মাঝী, মুটে, গঙ্গাপুত্র, পাণ্ডা, পূজারি ইত্যাদি সকলে আপন আপন খাতা সঙ্গে নিয়ে, কলিকাতাবাসী এবং অপরাপর স্থানবাসী বাবুদিগের পিতৃ-পিতামহাদি চৌদ্দপুরুষের নামস্বাক্ষরিত উইকাটা খাতা (কোনখানা বা সাদা কাগজ, কোনখানা বা হল্‌দে কাগজ, কাহার বা লেখা বোঝা যায়, কাহার বা পড়া যায় না) নিয়ে, বাপ পিতামহের নামধাম জিজ্ঞাসা করে, আপনাপন যজমান সংগ্রহ কচ্চেন। এদিকে নৌকাওয়ালারা পুটুলি নিয়ে টানাটানি কচ্চে ; কাহার পুটুলি এ নৌকা হতে ওদিকে গেছে ; কাহার বা অজ্ঞাতসারে কে নিয়ে গেল, টের পাওয়া গেল না। পরে ভাড়ার জন্য নৌকোওলাদের সহিত গোলযোগ কত্তে ব্যাসকাশীতে (অর্থাৎ যাকে রামনগর বলে থাকে, কাশীর ওপার, হয় ত সেইখানে-ভেই) অবস্থিতি কত্তে হলো। অনেক আকিঞ্চন এবং টানাটানির পর একখানি

ময়ূরমুখওয়ালা নৌকো পেয়ে, পরমানন্দ ও প্রেমানন্দ সমস্ত দ্রব্যাদি নিয়ে সেই নৌকোয় উঠ্‌লেন।

নৌকায় আরোহণ করে গঙ্গার জল হস্তে নিয়ে, আপন আপন শিরে ছড়িয়ে, "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সদ্যদুঃখবিনাশিনী, সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাং গতিঃ। মাতঃ ভাগীরথি!" এই কথা বলে, কাশীর ওপারে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি উচ্চ অট্টালিকা এবং ঘাটের সিড়ি সকল দর্শন করে, জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীকে বল্‌লেন, 'দাঁদাঁ! উঁঃ কতঁ উঁচুঁ বাঁড়ি সকঁলঞ, আরঁ কতঁ প্রশস্তঁ ঘাট, কঁলিকাতাঁয়ঞ কিঁম্বা অঁন্যান্য দেঁশে দ্যাখাঁ গেঁছে বঁটেঞ, কিন্তু এঁরূপ নয়ঞ।"

প্রেমানন্দ বল্লেন, "ভায়া! পাহাড়ে দেশ, এ স্থানে মৃত্তিকা অতি বিরল; সুতরাং পাথরের বাড়ী, পাথরের ঘাট, পাথরময় কাশী, সমস্তই পাথরের।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো উত্তীর্ণ হলো; বাবাজীরা নৌকো থেকে অবতীর্ণ হতে না হতে, পূর্ব্বেকার মত পূজারি, পাণ্ডা, কুলি ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি সকলে নৌকোর নিকটে এলো। তখন কেউ বা পুঁটুলি টান্‌চে, কেউ বা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'মশাই, কোথা থেকে আসা হচ্চে, আপনি কার যজমান, কার ছেলে, নিবাস কোথায়, পরিচয় দিন, তা হলে আমরা সকলেই জান্‌তে পারব যে, আপনি কার যজমান।"

প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেল, 'মহাশয়! আমি অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন, সুতরাং আমি জ্ঞাত নই যে, আমার বাপ পিতামহ কখন কাশীতে এসেছিলেন কি না? কারণ তখন নৌকোতে আস্‌তে হতো এবং আমার কেউ নেই যে আমাকে বলে দিয়ে থাক্‌বে যে, ফলনা ফলনা অমুক তুমুক। অতএব আমি আর কিছুই জানি না।"

এই কথা শুনে, দলমধ্যস্থ এক জন অতি বলবান্ পুরুষ বল্লেন, 'তবে এ যজমান আমার, আমি একে সুফল দান করব।' এই কথা বলে, তিনি আপন ঝুলি হতে নারিকেল, আতপ চাল ইত্যাদি বাহির করে, বাবাজীদের হাতে দিয়ে বল্লেন, 'আপনারা সমস্ত দ্রব্য এই খানে রাখুন।' এবং তাহার সঙ্গী পাণ্ডাদিগকে বল্লেন, দেখ খুব খবরদার।' অন্য অন্য পাণ্ডা প্রভৃতি ও পূজারিগণ যেন অতি দীন হীন নেড়ী কুকুরের মত তফাৎ থেকে বিদ্রূপ টিটকিরি ইত্যাদি কত্তে লাগ্‌লো; পাণ্ডাজী নিজের গায়ের পাঞ্জাবী আস্তেন জামা এবং পাগ্‌ড়ীটী গঙ্গাতীরে রেখে বাবাজীদিগকে জলে দাঁড় করিয়ে, যথাযোগ্য মন্ত্রপূত কল্লেন এবং বল্লেন, "সুফলের দক্ষিণা দিয়া, মণিকর্ণিকার জলস্পর্শ কিম্বা অবগাহন করে চল বাবা বিশ্বনাথজীর পূজো করবে। পূজো ষোড়শপোচারে হইবে, না মধ্যবিধ হইবে?"

বাবাজীরা বল্লেন, "আমরা অতি দীন-হীন গৃহস্থলোক, আমরা কি ষোড়শোপচারে বাবার পূজো কত্তে পারি? এর মধ্যে যেরূপ হয়, সংক্ষেপে বাবার যথাযোগ্য পূজা আপনি আমাদের করিয়ে দিবেন।"

পাণ্ডাজী বল্লেন, 'চলো চলো।'

বাবাজীরা, আপন আপন তল্পা নিয়ে, পাণ্ডাজীর সুপিক্ষিত গুণ্ডাদ্বয় সমভিব্যাহারে বাবার মন্দিরে উপনীত হয়ে,'বাবা বিশ্বনাথ' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কল্লেন। পাণ্ডাজীর কৃপায় ফুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করা হয়েছে। পাণ্ডাজী, বাবার পূজো করিয়ে, "বাসা কি আমাদের বাড়ীতে লওয়া হবে, না আপন ইচ্ছায় করে নেবে; আচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো।" এই কথা বলে, বাবাজীদের সঙ্গে নিয়ে, একটী দোকানে এসে তিন দিবসের জন্য ঘর ভাড়া করে দিলেন।

বাবাজীরা লুচি এবং মিষ্টান্নভক্ত বেশী; সুতরাং ভাতের প্রত্যাশা রাখেন না। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে, কাশীর সমস্ত দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। একজন মাত্র 'যাত্রাওয়ালা' বাবাজীদের নূতন চেহারা দেখে এসে বল্লেন, 'আপনারা নতুন এসেছেন, বোধ হয় আজ কিম্বা কাল। আপনাদের এখনো কিছু দেখা হয় নাই, আসুন, আমি আপনাদের নিয়ে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। আপনারা কি এই বাড়ীতে থাকেন?' এই কথা বলে যাত্রাওয়ালা নিজ দলস্থ দু একটী সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে দিয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। "দেখুন বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, রাজা রণজিৎ সিংহের নির্ম্মিত, দেখুন 'সাওয়াল'—ঐ অন্নপূর্ণার মন্দির।"

এইবার দুর্গাবাড়ী দর্শন করে আসবেন। দুর্গাবাড়ী এই স্থান হতে কিঞ্চিৎ দূর, অতএব আপনারা পোঁটলা-পুঁটলি যা কিছু আছে, সেই সমস্ত সমভিব্যারে নিয়ে চলুন। কারণ এ স্থানে কার কাছে রেখে যাবেন?"

যাত্রাওয়ালার এইরূপ কথা অনুসারে বাবাজীরা আপন পুঁটলি এবং জীবনসর্ব্বস্ব হরিনামের ঝুলি এবং মালা যাহার ভিতর খুঁজিলে বোধ হয় একখানি মনোহারির দোকান পাওয়া যায়; চাই কি সময়ে দুটা চারটা মিষ্টান্নও পাওয়া যায়! কারণ, যদি হরিনাম কত্তে কত্তে গলা শুকিয়ে উঠে, এক আধটী বদনে ফেলে দিয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলে জল পান কত্তে হয়, প্রভৃতি নিয়ে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে, দুর্গাবাড়ী দর্শনে যাত্রা কল্লেন।

BENGAL LIBRA[RY]
28 SEP 1904